অম্বা।

নাট্য কাব্য

আলো ও ছায়া প্রণেতৃ প্রণীত।

কলিকাতা,

রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স

৭৫।১।১নং হ্যারিসন রোড।

১৯১৫

মূল্য ১।০ পাচ সিকা মাত্র।

প্রকাশক—
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সরকার
৭৫।১।১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুন্তলীন প্রেস
৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

আমার পরম স্নেহপাত্রী

কুমারী শ্রীমতী যামিনী দেবী

ও

স্বর্গীয়া প্রেমকুসুম দেবী

সোদরাদ্বয়,

এবং

প্রিয়তমা ছাত্রী

স্বর্গীয়া সরলা দেবী

এই তিনজনের সহিত অস্থা রচনার স্মৃতি বিশেষভাবে জড়িত,

সেই জন্য ইহাঁদের নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

নিবেদন।

প্রথম জীবনে, কেবল প্রতিকূল সমালোচনা বা উপেক্ষার ভয়ে নহে, এক দারুণ লজ্জাবশতঃই, আপনার নিভৃত চিন্তাগুলি অবগুণ্ঠন-মুক্ত করিয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিতাম না। সেই লজ্জা ও ভীরুতা দূর করিবার জন্য আমার নাম, ধাম ও নারীত্ব গোপন রাখিয়া, কোন পূজনীয় পিতৃবন্ধু কবিবর হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট **আলো ও ছায়ার** পাণ্ডুলিপি লইয়া যান। সে প্রায় ছাব্বিশ বৎসরের কথা।

আলো ও ছায়া প্রকাশিত হইবার দেড় বৎসর পরে, একদিন সোদরাদ্বয়ের সহিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও ভীষ্ম চরিত্র সমালোচনাপ্রসঙ্গে শিখণ্ডির কথা ও তৎসূত্রে অম্বাচিত্র মনশ্চক্ষে উপস্থিত হয়। তখন মহাভারত নিকটে ছিল না, নিজের মনে অম্বার যে ছবি ছিল তাহাই ভাষায় অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করি। অল্প কয়েক দিনেই নাট্যাকার একখানি ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থ রচিত হইল। এবং তাহার একটি ভূমিকাও লিখিত হইল। এমন সময়ে একদিন বৈশাখের ঝড়ে পাণ্ডুলিপির কতগুলি পাতা উড়িয়া হারাইয়া গেল। সেই দিন হইতে বৎসর কাল **অম্বা** অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিল ও **একলব্য ও দ্রোণধৃষ্টদ্যুম্নাদি** রচিত হইল। ১৮৯২ সনে কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর আগ্রহ ও উৎসাহে **অম্বা** ছিন্নপত্রাবলী হইতে বাঁধা খাতায় স্থান পাইল। কিন্তু নষ্ট পত্রগুলির স্থান তখনও অপূর্ণ।

ভাষায় অঙ্কিত অম্বাচিত্রের নাম, "দৃশ্য কাব্য" কিংবা "পাঠ্য কাব্য" হইবে, অনেক দিন ধরিয়া তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। আজ কাল করিয়া যত ছাপাইতে দেরী হইতে লাগিল, ততই লজ্জা ও ভয় বাড়িতে লাগিল।

ইহার পর জীবনের মধ্যভাগে প্রায় বিশ বৎসর সাহিত্য মন্দির হইতে দূরে দূরেই ফিরিয়াছি। আমার সেই খাতা খানি বাইশ বৎসরের নাড়া চাড়ায়অতি জীর্ণ ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া খসিয়া পড়িতেছিল। তাই স্বহস্তে তাহার পুনঃ সংস্করণ করিতে গেলাম। পুরাতনের উদ্ধার করিতে করিতে স্থানে স্থানে পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধনও হইতে লাগিল, কিন্তু প্রধান চরিত্রের কিছুই পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। হাতে লিখিতে লিখিতে ছাপাইবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। কোন কোন বন্ধুও উৎসাহ দিলেন।

আজ যত্ন ও অযত্নের এই মানস সন্তান নষ্ট হইতে দিতেও কষ্ট, বাহির করিতেও সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। কিন্তু শোনা যায় উনত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বের লিখিত **মহেশ্বতা পুণ্ডরীক** ও সপ্ত বিংশবর্ষ পূর্ব্বের **পৌরাণিকী** এখনও বহু বঙ্গ গৃহে পঠিত হইতেছে। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি কি কোন পাঠকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিবে না ?

রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবে এ আশা করিয়া ইহা লিখি নাই, কেবল আশা করিয়াছিলাম যাঁহাদের **আলো ও ছায়া** ভাল লাগিয়াছে ইহাও তাঁহাদের ভাল লাগিবে। **আলো ও ছায়ার** অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনাই সে আশার সঞ্চার করিয়াছিল।

দুই হৎসর হইল কোন তরুণ পাঠক পাণ্ডুলিপি পড়িয়া বলিয়াছিলেন, "আহা! কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে কেন ছাপাইলেন না? তখন ইহার যে সমাদর হইত এখন তাহা হইবে না। It is too antiquated for modern taste." তাঁহার কথায় বুঝিলাম, কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত শব্দ বহুল নাটকের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের অধিকার ছিল, এখন নাই। বঙ্গ রঙ্গালয় সম্বন্ধে আমার তো কোন অভিজ্ঞতাই নাই। বিংশতি বৎসর ব্যক্তিগত জীবনের কেন, সামাজিক জীবনেরও অনেকখানি। ইহার মধ্যে অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা প্রবাহ নূতনকে পুরাতন, উজ্জ্বলকে ম্লান ও বাঞ্ছনীয়কে উপেক্ষণীয় করিয়া রাখিয়া যায়। কিন্তু এখন আর উপায় কি? যাহা হইবার হউক, যাইবার যাউক, থাকিবার থাকুক। শিশুর মৃত্যু নিশ্চিত জানিলেও মাতা তাহাকে বিনাশ করেন না, সেবা ও যত্ন দ্বারা যত দিন সম্ভব বাঁচাইয়া রাখেন। সাহিত্য সন্তান সম্বন্ধেও সেই চেষ্টা স্বাভাবিক। সেই জন্যই, বাঙ্গালীর ভাষায়, বিশেষ কবিতার ভাষায় আত্যন্তিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে জানিয়াও, পুরাতন বেশেই **অম্বা** প্রকাশ করা গেল।

এক শ্রেণীর পাঠকগণকে স্মরণ করিয়া, চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে **অম্বার** যে ভূমিকা লিখিয়াছিলাম তাহার কিয়দংশ এই সঙ্গে গ্রথিত হইল।

৪২নং হাজরা রোড,
বালীগঞ্জ।
২৭শে মার্চ্চ, ১৯১৫।

অম্বা-চিত্র।

শৈশবে মহাচিত্রকর ব্যাসদেবের অনেক চিত্র দেখিয়াছি। তন্মধ্যে কাশীরাজ তনয়া অম্বার ছবিও দেখিয়াছিলাম। তখন ছবিগুলি সুন্দর লাগিত এবং জীবন্ত বোধ হইত। কেবল তাহাই নহে, তাহারা আমার স্মৃতিতে অতি উজ্জ্বল বর্ণে দিবা নিশি জাগ্রত থাকিত।

কিন্তু যখন একটু বড় হইলাম, চারিদিকে প্রকৃত নারী পুরুষের যে আকৃতি চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হইত ব্যাসের নারী পুরুষের সহিত তাহাদের কোন সাদৃশ্য বোধ হইত না। ক্রমে স্মৃতিস্থ আলেখ্য মালা ম্লান হইতে লাগিল।

যখন আর একটু বয়স বাড়িল, অম্বা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী তখন প্রকৃত রমণী বলিয়া জানিলাম। এখন বেশ বয়স হইয়াছে। এখন অধ্যেয় বিষয় প্রধানতঃ বিদেশ জাত। নেত্র সমক্ষে বিদেশী ছবি, কর্ণে বিদেশী সঙ্গীত। আত্মার দৈনিক অন্নপানের অর্দ্ধাধিক বিদেশ হইতে সংগৃহীত। এ দেশে সে অন্নপান অপ্রাপ্য এমন কথা বলিতেছি না। তবে দৈববশে দেশী দ্রব্যজাত মহার্ঘ, বিদেশী জিনিষ সুলভ।

বিদেশী ছবিই এখন ছবির মধ্যে প্রধানতঃ অধ্যেয় হইয়াছে। প্রতিদিন বিদেশী কত সুন্দর নারী পুরুষ দেখিতে পাই, বর্ণে তাহারা ভারতের নারী পুরুষ হইতে উজ্জ্বলতর, অঙ্গসৌষ্ঠবেও ন্যূন নহে। কিন্তু তাহারা বিদেশী, ইহারা স্বদেশী; ইহাদিগকে দেখিলেই আপনার জন ও চিরপরিচিত মনে করি এবং নিঃসঙ্কোচে নিকটস্থ হই।

একদিন—সে আজ চারিমাসের কথা—আমার কনীয়সী সোদরাদ্বয় মহাভারতীয় চিত্রসমূহ আলোচনা করিতে ছিলেন। ক্রমে শিখণ্ডীর পালা উপস্থিত হইল। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের সম্মুখে শিখণ্ডীকে পুরুষ নহে, কাপুরুষ নহে, তদপেক্ষাও হীনতর কিছু মনে হয়। সেই দিন বেচারার প্রতি তাঁহাদের ঘন ঘৃণা-শরধারা-সম্পাত দেখিয়া আমার বড়ই করুণার সঞ্চার হইল। সহসা শিখণ্ডীর কাপুরুষ মূর্ত্তির পার্শ্বে ধিকৃতা, বিকৃত-কান্তি, নিজ-তেজসা-দহ্যমানা অম্বার মহীয়সী রমণীমূর্ত্তি স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিল। তখন মহাভারত নিকটে ছিল না, তাই আমার মানসী ছবি নিজের তুলিকায় আঁকিয়া বালিকাদিগকে দেখাইতে বাসনা জন্মিল। এই আমার ছবির জন্ম বৃত্তান্ত।

আমার তুলি গন্ধ রসে কি পঙ্ক রসে ডুবাইয়া লইয়াছি, আমার তাহা ভাল ঠাহর হইতেছে না। আমার চক্ষু অম্বার মানসী মূর্ত্তিতেই সংসক্ত রহিয়াছে। এইটুকু জানি, যে, নেত্র সূক্ষ্ম, হস্ত স্থূল; যাহা দেখা যায়, সকল সময় তাহা ধরা যায় না।

আমার চিত্রে ব্যাসের অম্বা ফুটিয়াছে কি না, এবং কতটা ফুটিয়াছে, তাহা জানি না। হয়তো কোথাও আকারগত বৈলক্ষণ্য, কোথাও ইঙ্গিতগত বৈসাদৃশ্য ঘটিয়াছে। এ জন্য কি আমি অপরাধী? যদি কাহারও ভাল লাগে, দেখিবেন। যদি একজন লোকেরও ভাল না লাগে—তাহাতেই বা কাহার কি ক্ষতি? অনেক ছবির এমন দশা হয়।

বেথুন বিদ্যালয়, কলিকাতা।
শনিবার, ২৮শে মার্চ্চ।
১৮৯১।

কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

কাশীরাজ।

কাশীরাজের মন্ত্রী।

দেবল—অম্বার ভক্ত, কাশীরাজের জনৈক অনুচর।

শাম্ব—সৌভদেশের রাজা।

প্রতীপ—শাম্বের বন্ধু।

দেবব্রত বা ভীষ্ম।

বিচিত্রবীর্য্য।

ঋষি মাণ্ডব্য—আশ্রম পতি।

রাজর্ষি হোত্রবাহন—অম্বার মাতামহ।

ঋষি পরশুরাম।

অকৃতব্রণ—পরশুরামের বন্ধু।

ধৌম্য—কৌরবগণের পুরোহিত।

দূতগণ, বন্দিগণ, ব্রাহ্মণগণ, নগরপাল, নাগরিক, ভাট, সৈনিক, মুনি ও মুনিকুমারগণ।

অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা—কাশীরাজের কন্যাত্রয়।

রাজ্ঞী—কাশীরাজমহিষী।

সত্যবতী।

ঋষিপত্নী।

ঋষিকন্যা।

বালিকা।

অন্ধা।

অম্বা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাশীরাজ প্রাসাদ। বাতায়ন পার্শ্বে আসীনা, চিন্তামগ্না, শূন্যার্পিত দৃষ্টি অম্বা;
পশ্চাৎ হইতে কাশীরাজের প্রবেশ।

কাশীরাজ। মা আমার, কি দেখিছ, চাহি শূন্য পানে,
এমন একান্ত চিত্ত? লেখা কি আকাশে
দুর্ব্বোধ্য কঠিন অঙ্ক? কূট রাজনীতি
পেয়েছ কি চারিছত্র অর্থগুরু শ্লোকে?

অম্বা। [অতিশয় চকিত ভাবে উত্থান পূর্ব্বক]
প্রণমি চরণে, তাত। ক্ষম অপরাধ,
শুনি নাই পদধ্বনি।

কাশীরাজ। তাই সুধাইনু,
কি দেখিছ? দাঁড়াল কি দিগন্ত সীমায়
দুর্গম শত্রুর ব্যূহ? নব শিক্ষা বলে
চাহিছ কি খুজে নিতে প্রবেশের পথ
আর নির্গমের?

অম্বা। হায়! রণ শিক্ষা মোর
বৃথা, তাত। ব্যথা দিতে হবে, মনে করি

নিতান্ত ব্যথিয়া উঠে আপন হৃদয়।
কেন অস্ত্র, অস্ত্রশিক্ষা, কেন বা সংগ্রাম
ধর্ম্ম যদি রক্ষিবে ধার্ম্মিকে ?

কাশীরাজ। অম্বা নাম
বিনা, তোরে কি নামে মানাত, নাহি জানি।
তোরে দেখি সভাগৃহে, পাত্র মিত্র মোর
নমে ভক্তিভরে, উঠে আনন্দ ফুটিয়া
সকলের মুখে। রথ তোর যায়, পথে
ধনী, দীন, সব প্রজা বলে সমস্বরে
'জয় অম্বা।' জগদম্বা পূজা করি মোরা
পেয়েছিনু তোরে বৎসে। তুই একাধারে
এলি মোর উমা, রমা, আর বীণাপাণি।

অম্বা। জানি আমি জনকের বাৎসল্য অসীম,
আপন কিরণ ঢালি তনয়ার মুখে,
কাচ খণ্ডে মণিসম করিছে উজ্জ্বল।

কাশীরাজ। কিন্তু কি ভাবিতে ছিলে ?

অম্বা। দেখিতেছি আমি,
কিছু দিন হতে, ক্লিষ্ট জনকের মন।
দুশ্চিন্তার হেতু তাঁর ছিলাম খুঁজিতে।

কাশীরাজ। [হাস্য পূর্ব্বক] বৃদ্ধ জনকের চিন্তা, বার্দ্ধক্যের দোষ।

অম্বা। সে কি গোপনীয় কিছু ? তরুণী তনয়া
নিতে চাহে পিতৃভার স্কন্ধে আপনার।
বল পিতা এ জন কি অযোগ্য তাহার ?

কাশীরাজ। কিছুরি অযোগ্য তুমি নও, পুত্রি মোর,

তবু যদি হতে পুত্র, হ'তনা ভাবিতে
আমার মৃত্যুর পরে রবে, কি না রবে,
কাশীরাজ্য অখণ্ডিত, সমৃদ্ধি মণ্ডিত।

অম্বা। কেন তাত? তিন কন্যা পারেনা করিতে
একটি পুত্রের কর্ম্ম?

কাশীরাজ। তিন কন্যা, তাই
বিশেষ ভাবনা। দেখ, পিতা রেখে যান
আজন্ম সঞ্চিত ধন, সন্তানেরা যদি
না থাকে সৌভ্রাত্র বদ্ধ, কলহে বিবাদে
শূন্য করে পূর্ণ কোষ;—বহু কাল গেছে
সঞ্চয় করিতে যাহা, অতি অল্প কালে
হয় তার অপচয়।

অম্বা। বিশেষ ভাবনা
কি কারণ? কি প্রভেদ পুত্র কন্যা মাঝে?

কাশীরাজ। তিন পুত্র, এক কোলে লালিত বর্দ্ধিত,
এক রক্তে সংগঠিত, প্রকৃতির বশে
প্রীতির বন্ধনে বদ্ধ। তিন পুত্র হলে,
জ্যেষ্ঠ যে সে হয় রাজা, তাহার শাসন
আনন্দে কনিষ্ঠ মানে। তিন কন্যা হ'লে
তিন ভিন্ন প্রকৃতির, ভিন্ন-দেশ-বাসী,
ভিন্ন ভাবী তিন জন করিবে সংগ্রাম
উত্তরাধিকার লাগি। বিধবা ভগিনী,
সধবার সিংহাসনে অভিষেক কালে,
মিশাইবে তপ্ত অশ্রু তীর্থোদক সহ।

অম্বা। এই কি ভাবনা তব—সিংহাসন লয়ে
ভগিনীতে ভগিনীতে ঘটিবে কলহ ?

কাশীরাজ। একি অমূলক ভয় ?

অম্বা। নিতান্তই পিতঃ।

কাশীরাজ। এক কথা, কন্যে তোমা চাহি জানাইতে।
জান তুমি, পুত্র সম, মিত্র সম কভু,
তোমার মন্ত্রণা চাহি, সহায়তা তব,
রাজ কার্য্যে। না জানায়ে চাহিনা করিতে
কোন গুরুতর কাজ—রাজ্যের কল্যাণে।

অম্বা। কৃতার্থ সন্তান তব। কর আজ্ঞা, দেব,
কি বলিতে, কি করিতে, কি ছাড়িতে হবে।

কাশীরাজ। কাশীর কল্যাণে বৎসে, কুল কীর্ত্তি মম
রাখিতে উজ্জ্বল, যাহা হইবে বিহিত,
জানি তুমি করিবে তা।

অম্বা। করিব নিশ্চয়।

রাজমহিষীর প্রবেশ

কাশীরাজ। শুভক্ষণে আগমন তব। যেই কথা
তোমারে বলেছি কাল, আজ সেই কথা
অম্বারে জানাতে চাহি—চাহি বুঝাইতে।
তুমি বল মহারাণি, তুমি আমা হতে
বুঝাতে পারিবে ভাল। আমি যাই তবে।

[রাজার প্রস্থান।

অম্বা। [সবিস্ময়ে] কি কথা জননী?

রাজ্ঞী। ইচ্ছা জনকের তব

বীর্য্যশুল্কা করি, তিন কন্যা একদিনে
করিবেন সম্প্রদান।

অম্বা। (চকিত হইয়া) তিনে একজনে
করিবেন সম্প্রদান?

রাজ্ঞী। এক দিনে যদি
তিনের বিবাহ হয়,—বীর্য্যপণে—তবে,
যে হইবে সর্ব্বজয়ী, সেই যাবে লয়ে
তিন কন্যা।

অম্বা। মাতার কি মত?

রাজ্ঞী। সমীচীন
রাজা বলিছেন যাহা। পিতৃ-রাজ্য তব
ইথে অখণ্ডিত রবে, হবেনা কলহ
জামাতায় জামাতায়। প্রধানা মহিষী
তুমি রবে সিংহাসনে পতি পার্শ্বে তব,
কনিষ্ঠা সোদরাদ্বয় তব স্নেহচ্ছায়ে
রবে সুখে;—সব দিকে হইবে কল্যাণ।

[অম্বার অবনত মস্তকে অবস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যানে অম্বা ও কীর্ত্তি বিশ্রম্ভালাপে মগ্না।

অম্বা। সে বহু দিনের কথা। তুমি যবে এলে
মোর সহচরীরূপে, কিছু পূর্ব্বে তার।

পিতা মাতা আমাদের তিন জনে লয়ে
গিয়াছিলা নানা তীর্থে।

কীর্ত্তি। সকলেই জানে,
মহারাজ পত্নী আর কন্যাত্রয় সহ
ভারতের সর্ব্ব তীর্থ এসেছেন ঘুরি,
বহু সিদ্ধ পুরুষের লভিয়া সাক্ষাৎ,
করি বহু সাধুসেবা, দানে শূন্য করি
ধনাগার। সে কি শুধু পুত্র কামনায়?

অম্বা। শুদ্ধ পুত্র কামনায়। স্বপ্নে মা আমার
পেয়েছিলা পুত্র রত্ন। স্বপ্ন কথা শুনি
দৈবজ্ঞ কহিল এক, "জন্মিবে অচিরে
কুলের প্রদীপ পুত্র ;—কিন্তু তার আগে
কর সাধু সেবা, দান, শততীর্থে স্নান।"
সে কারণে মাতৃদেবী চলিলা, ফেলিয়া
গৃহ সুখ, রাজভোগ ; সন্ন্যাসিনী সম
হইলা বাহির ; মোরা চলিলাম সাথে।
চতুর্দ্দশ বর্ষ ছিল বয়স আমার,
অম্বিকা নবম বর্ষে, সপ্তে অম্বালিকা।

কীর্ত্তি। এমন বয়সে, এত তীর্থ দরশন,
এত দেব-দ্বিজ-পূজা বহু ভাগ্যে মিলে।
বল সখি, সে সময়ে কাহারে দেখিলে
সর্ব্বগুণে গুণী, কারে দিলে চিত্ত তব!

অম্বা। দেখিলাম নানা জ্ঞানী, সিদ্ধ-গুণি-জন,
দ্রব্য হ'তে দ্রব্যান্তর, রূপে রূপান্তর

করিছে অক্লেশে, কেহ বলে যাদুবলে।
দেখিলাম কত মৌনী, সংযমী পুরুষ,
কত নারী, বিগত-বাসনা, ধ্যান-রত
কত ঋষি। লোভী সাধু, নির্লোভ কেহবা
করাইলা নানা যজ্ঞ; মন্ত্রৌষধি দিয়া
দেখাইলা কতই না অদ্ভুত ব্যাপার।
কিন্তু জনকের আশা হ'লনা পূরণ,
আসিলনা কাশীরাজ গৃহ উজলিতে
কুলের প্রদীপ পুত্র। সন্ন্যাসী জনৈক,
ক্ষিপ্ত, ভণ্ড কিবা ধূর্ত্ত, উপহাসচ্ছলে
আমারে নির্দ্দেশ করি বলেছিল বটে—
"স্বপ্নে দৃষ্ট পুত্র, দেবি, এই তো তোমার।"

কীর্ত্তি। আমারও সে কথা সখি সদা মনে হয়।

অম্বা। ব্যর্থ-স্বপ্ন তীর্থ হতে ফিরিলেন মাতা,
কৃশতরা, শতগুণে স্নেহে ভরি প্রাণ
তিন তনয়ার তরে।

কীর্ত্তি। ফিরিলা কন্যারা
সঞ্চয় করিয়া দেহে সৌন্দর্য্য পুণ্যের!
স্বচ্ছন্দে জননী মোর তাই রাজপুরে
তোমার সঙ্গিনী হ'তে দিলা অনুমতি।
জান কি কহিত লোকে সে কালে, এদেশে?
"রাজার অর্জ্জিত পুণ্য এনেছেন বাঁধি
আপন অঞ্চলে অম্বা।" তাই এনেছিলে।

অম্বা। কি আনিনু নাহি জানি। ফিরিলাম যবে

বর্ষ শেষে, দেখি সখি, শৈশব আমার
এসেছি ফেলিয়া তীর্থে।

কীর্ত্তি। [হাস্য পূর্ব্বক] গোমুখীর জলে
অবগাহনের কালে গেল কি খসিয়া ?
জলে নাকি ডুবেছিলে, ঋষি শিষ্য এক
সাধিলা উদ্ধার তব, বিপন্ন করিয়া
নিজ প্রাণ ! মহারাজ কোন্ পুরস্কার
অর্পিলা তাহারে ?

অম্বা। বীর, নির্লোভ সে জন,
পিতারে কহিলা হাসি, অবলার প্রাণ
বাঁচায়েছি মৃত্যু হতে,—ক্ষত্রিয় কুমার,
জাতিতে বণিক্ নহি,—কেমনে লইব
ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের মূল্য ?

কীর্ত্তি। তারে বুঝি তাই
একেবারে বিনা মূল্যে বিলায়ে দিয়াছ
সমস্ত প্রাণের প্রেম, শূন্য করি হিয়া ?

অম্বা। পূর্ণ করি, পূর্ণ করি ! দানে উপচয়'
প্রেম।

কীর্ত্তি। যদি গ্রহীতাও দেয় প্রতিদান ;
নতুবা সকলি ব্যয়, বেদনা সঞ্চয়।

অম্বা। দান প্রতিদান সখি ভাবি নাই কভু।
যে দৃঢ়, সবল হস্ত মৃত্যু মুখ হতে
ফিরায়ে এনেছে মোরে, আমার জীবন
নহে কি নিজস্ব তার ?

কীর্ত্তি। সে কি দাবী করে
তোমারে নিজস্ব বলি?

অম্বা। যদি করে তবে?

কীর্ত্তি। দেখা হয়েছিল তবে? হয়েছে আলাপ?

অম্বা। পিতার অজ্ঞাত যাহা, স্বপ্ন বলি মোর
মাঝে মাঝে মনে হয়।

কীর্ত্তি। পিতার অজ্ঞাত?
কেন?

অম্বা। তীর্থ হ'তে তীর্থে, আমাদের সাথে
নানা রূপে, নানা বেশে দেখেছি তাহারে।
দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কভু রত্ন ব্যবসায়ী
বৈশ্য, পরে সুনিপুণ ব্যাধ ধনুর্দ্ধর।
কভু বা মৃগয়ারত রাজপুত্র রূপে
পাইয়াছি পথে দেখা। চিনিয়াছি আমি
ডান হাতে মণিবন্ধে, শুভ্র গলদেশে
দুটি তিল-চিহ্ন দেখি। সাক্ষাতে পিতার
দেখিয়াছি পরস্পরে। কিন্তু মনে হ'ত
প্রতিদৃষ্টি, প্রতি বাক্য গূঢ় প্রেম তার
আমারে জানাতে চাহে।—ফিরিবার আগে
সৌভ-রাজ-পুত্র বলি জানিলাম তাঁরে।

কীর্ত্তি। সৌভরাজ? সৌভাগ্য সে। কেমনে জানিলে?

অম্বা। দিয়াছিলা লিপি এক দেবলের হাতে।

কীর্ত্তি। তাই তো দেবলে স্নেহ!—কি দিলে উত্তর?
"মৃত্যুর কবল হতে উদ্ধারিলে যাহে

সে প্রাণ তোমারি; তবু অনুমতি বিনা
জনকের জননীর, কন্যা, আজ্ঞাধীনা,
পারে না আপনা দিতে। পরিচয় দিয়া
কাশীরাজে, পুত্রী তাঁর চাহ তাঁর কাছে।"

কীর্ত্তি। ইতিমধ্যে পাও নাই দেখা, কিম্বা লিপি?

অম্বা। পাইয়াছি বহু লিপি, আপন অন্তরে
লিখি তার প্রত্যুত্তর, নয়নের জলে
ভাসায়ে দিয়াছি তার প্রত্যেক অক্ষর।

কীর্ত্তি। কেন জনকের কাছে করেছ গোপন
বাসনা, বেদনা তব?

অম্বা। চেয়েছি জানাতে
যত বার, অবান্তর কথার মাঝারে,
শাল্ব নামে, শল্য-বিদ্ধ যেন, ভ্রুকুঞ্চিয়া
সহসা ফিরান মুখ। কেমনে কহিব
আমি ভালবাসি শাল্বে, চাহি পতিরূপে?
চিরশত্রু কাশী সৌভ।

কীর্ত্তি। কেন এ শত্রুতা?

অম্বা। নাহি জানি। আছে বটে ম্লেচ্ছ-অপবাদ
সৌভ রাজ কুলে। সে তো ঈর্ষা অজ্ঞানের।
অখণ্ড রাখিতে রাজ্য ইচ্ছা জনকের
তিন কন্যা বীর্য্যশুল্কা করি আহ্বানিতে
ভারতের নৃপবৃন্দে। জানিনা কি হবে।

কীর্ত্তি। মহিষীরে জানাইব বাসনা তোমার,
কৌশলে, প্রসঙ্গ-ক্রমে। ডাকিয়া দেবলে

তুমি দাও লিপি এক, মনোনীতে তব
সাজিবারে বরবেশে, আর সাজাইতে
নিজ সৈন্য-সামন্তাদি।　বাধিবে সংগ্রাম
বীর্য্যপণ বিবাহেতে, বহিবে বহুল
রক্তনদী।　রূপ তব উন্মাদকারিণী
সমর্থে ও অসমর্থে আনিবে টানিয়া
সম্মুখ সমরে।

অম্বা।　　　　সখি, নহে রূপোন্মাদ,
নিজ কুলকীর্ত্তি আর মর্য্যাদা কন্যার,
প্রবল বিজয়-লিপ্সা, করে আকর্ষণ
বিবাহ সভায় বীরে, যেমন সমরে।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্ত্র-গৃহে কাশীরাজ ও মন্ত্রী।

কাশীরাজ।　আজিকার রাজকার্য্যে রাজপুত্রী কেন
না আছেন উপস্থিত? ডাকি কঞ্চুকীরে
পাঠাও সংবাদ।

মন্ত্রী।　　　　প্রভো আজিকার কথা
হউক নির্জনে আগে, পরে কুমারীরে
করুন আহ্বান, তাঁর অভিলাষ আর
অনুমোদনের তরে।

কাশীরাজ।　　　　গোপনীয় কথা
আছে কিছু—অনুচিত শুনাতে যা তাঁরে?

মন্ত্রী। এসেছে বিশ্বস্ত দ্বিজ, হস্তিনা হইতে
শুনাইতে মহারাজে ভীষ্মের প্রার্থনা
নিজ মুখে; আসিয়াছে সৌভ রাজ্য হতে
লিপিবাহী দূত এক। করি অনুমান
উভয় বার্ত্তার মর্ম্ম। রাজকুমারীর
পাণিপ্রার্থী দুই দেশে আছে দুই জন।

কাশীরাজ। ডাক হস্তিনার দূতে।

[মন্ত্রীর প্রস্থান ও দূত লইয়া পুনঃ প্রবেশ

দূত। জয় মহারাজ।
শান্তনুর পুত্র ভীষ্ম সাদর বচনে,
বন্ধু বলি সম্ভাষিয়া, চাহেন জানিতে
কুশল সংবাদ তব—

কাশীরাজ। দেব আশীর্ব্বাদে
সর্ব্বথা কুশল মম।

দূত। পরে মোর মুখে
কহিছেন,—"শুনিয়াছি কন্যা রত্ন তব
আছে পরিণয় যোগ্যা, ভারত মাঝারে
অতুলনা, রূপে গুণে। তারে সম্প্রদান
করিলে বৈমাত্রে মম, রাজ্য অধিকারী,
কিশোর বিচিত্রবীর্য্যে, সৌহার্দ্দ্য বন্ধন
হবে দৃঢ়তর পুনঃ, উভয় কুলের
বাড়িবে আনন্দ, কীর্ত্তি, হইবে কল্যাণ।"

কাশীরাজ। দূতবর, ভীষ্মবীর সুহৃৎ আমার,
তাঁহার প্রার্থনা যাহা, অপ্রিয় যদ্যপি

তথাপি তা পালনীয়। ভাগ্যগুণে আজ
তব মুখে এ প্রার্থনা আমারি ইচ্ছার
প্রতিধ্বনি। তা'হলেও গুরুতর কাজ
উচিত চিন্তিয়া করা। কন্যার জননী,
আত্মীয় স্বজনগণ সকলের মত
চাহি, হেন শুভকর্ম্মে। আতিথ্য আমার
লয়ে দিন দুই, আর্য্য, করুন বিশ্রাম।

[দূতের প্রস্থান।

অতি উপযুক্ত বর।

মন্ত্রী। উপযুক্ত ঘর,
নাহি জানি বর সে কেমন।

কাশীরাজ। কি সন্দেহ ?
শান্তনু জনক যার, ভীষ্ম যার ভাই,
মাতা যার সত্যবতী, রূপসীললাম,
রূপে, গুণে, শৌর্য্যে বীর্য্যে দরিদ্র সে নহে।

মন্ত্রী। মহারাজ, লিপি এই হয় নাই পাঠ।

[লিপি প্রদান।

কাশীরাজ। দেখি, দেখি !

[পাঠ করিতে করিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া।

কি আশ্চর্য্য ! বড় সুচতুর !
কি উদ্দেশ্যে লুকাচুরী, পাঁচ বর্ষ ধরি ?
কি অন্যায় বালিকার হৃদয় হরণ
পিতার অজ্ঞাতে ! মন্ত্রী, পড় লিপিখানা।

মন্ত্রী। এ কি স্বপ্ন ! রাজপুত্রী কাতর লজ্জায়,
পঞ্চবর্ষ পুষিছেন গোপনে প্রণয় ?

কাশীরাজ। মিথ্যা কথা!

[পুনরায় পত্র টানিয়া লইয়া পাঠ।

"অভিষিক্ত সৌভ সিংহাসনে
গত পিতৃরোষ ভয়, চাহিতেছি, বীর,
মিত্রভাবে শত্রু কন্যা।"—বড় অনুগ্রহ!

মন্ত্রী। বিষম সমস্যা, মহারাজ। সত্য যদি
হয় এ লিপির বাক্য, উচিত তা'হলে
কুমারীর সম্প্রদান শত্রু পুত্রে তব।
জানা চাহি সত্য কিনা কুমারীর প্রেম
শাল্ব প্রতি।

কাশীরাজ। [স্বগত] কাশী হবে সৌভ অন্তর্গত?
ম্লেচ্ছ রণনীতি ছিল সৌভের রাজার,
লুকায়ে করিত যুদ্ধ;—ধর্ম্ম যুদ্ধ সে কি?—
লুপ্ত হবে কাশী নাম, আমার মৃত্যুতে,
উদ্ধত সৌভের যত পাত্র মিত্র, দীন,
কাশীতে কর্ত্তৃত্ব করি উঠিবে কাঁপিয়া,—
ভাবিতেও হই ক্ষিপ্ত।

[প্রকাশ্যে]

ভাল সব চেয়ে
বিচিত্রবীর্য্যেরে দিব তিন কন্যা মম
এক সাথে। হস্তিনার চন্দ্রকূলচূড়া
কুরুবংশ শৌর্য্যবীর্য্যে খ্যাত ধরাতলে।
[স্বগত] মাথা যদি নোয়াইতে হয় দৈব বশে,
নোয়াইব তার কাছে উচ্চশির যার।

মন্ত্রী। এ প্রস্তাব কুমারীর হবে অভিমত?

কাশীরাজ। রাজকন্যা রাজ্যাংশ সে, অভীষ্ট তাহার
রাজ্যের কল্যাণ মাত্র। অন্য কিছু থাকে,
উৎপাটিতে হবে তাহে।

মন্ত্রী। দেবীর কি মত?

কাশীরাজ। আমার যা মত, হবে দেবীর তাহাই,
সে জন্য ভাবনা নাই।

মন্ত্রী। তবে কি উত্তর
দিতে হবে সৌভরাজে? লিখেছেন তিনি

(পত্র লইয়া পাঠ।)

"পঞ্চবর্ষ কাটিয়াছে যেই আশা লয়ে
আজ তার মাগি সফলতা। এক দিন,
জলমগ্না কন্যা তব উঠাইনু যবে,
চেয়েছিলে, মহারাজ, দিতে পুরস্কার
যে অজ্ঞাত কুলশীল গুরুগৃহ-বাসী
যুবকেরে, আজ তারে জান, প্রতিবেশী
রাজা শাল্বরূপে। মাগে বালিকা তোমার
তব আশীর্ব্বাদ সহ। সুধাবে কন্যায়
চাহে কি না চাহে মোরে; সকল সন্দেহ
ঘুচিবে তা'হলে। ধন্য অম্বার জনক,
ধন্য প্রসবিনী তাঁর, নমি উভয়েরে।
ধন্য হবে সেই জন, বরমাল্যরূপে,
জয় মাল্য দিয়া, যারে সসাগরা ধরা

জিনিবারে পাঠাবেন মহামহীয়সী।
অম্বা।"

কাশীরাজ। কি অদ্ভুত কথা! "সুধাবে কন্যায়
চাহে কি না চাহে মোরে।"

মন্ত্রী। গূঢ় অর্থ আছে
এ কথার। মহারাজ, ডাকিয়া নির্জ্জনে
শুনুন কন্যার কথা। অনিচ্ছায় তাঁর
বরান্তরে সম্প্রদান হবে অনুচিত।

কাশীরাজ। বালিকা সে।

মন্ত্রী। সর্ব্ববিধ রাজকার্য্যে যদি
বালিকার মতামত হয় গ্রহণীয়,
তাঁর সম্প্রদান কালে ইচ্ছা রুচি তাঁর
কেবল অগ্রাহ্য হবে? মনস্বিনী তিনি,
এই মন্ত্রগৃহে বহু কূট সমস্যায়
দিয়াছেন সুমন্ত্রণা।

কাশীরাজ। কিন্তু রমণীর
সততই ভুল হয় আপন বিষয়ে,
দেখি এই; আপনার সমৃদ্ধি গৌরব
তুচ্ছ করে চির দিন স্নেহে, রূপ মোহে,
আপনায় ডালি দেয় অযোগ্যের পদে।

মন্ত্রী। যোগ্যাযোগ্য নাহি জানি, কিন্তু রূপ মোহ
কুমারীর অনুরাগে করি না সন্দেহ।
ক্ষমা চাহি মহারাজ, প্রভুর বাক্যের
করিতেছি প্রতিবাদ।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী।　　জয় মহারাজ!
মহারাণী মাগিছেন দরশন তব।

কাশীরাজ।　যাই আমি অন্তঃপুরে। বল দূতদ্বয়ে
অপেক্ষা করিতে দিন দুই। দেখ' যেন
আতিথ্যের নাহি হয় ত্রুটি কোনরূপ।

চতুর্থ দৃশ্য।

কাশীরাজান্তঃপুর। রাজ্ঞী পর্য্যঙ্কে আসীনা, চরণে উপবিষ্টা কীর্ত্তি।

কাশীরাজের প্রবেশ।

কীর্ত্তি।　আসিছেন মহারাজ।　　[প্রস্থানোন্মুখী।

রাজ্ঞী।　　রহ, পুত্রি, রহ।　[উত্থান পূর্ব্বক।
জয় আর্য্যপুত্র।

কীর্ত্তি।　　দেব, প্রণমি চরণে।

কাশীরাজ।　হও আয়ুষ্মতী।
[রাজ্ঞীর প্রতি]　প্রিয়ে সহসা আমারে
ডাকাইলে মন্ত্রাগার হতে। বড় ভীত
হয়েছিনু, পীড়া তব বাড়িয়াছে ভাবি।
কুশল তোমার প্রিয়ে?

রাজ্ঞী।　　সর্ব্বথা কুশল।

কাশীরাজ।　কি আদেশ মোরে তবে?

রাজ্ঞী।　　অম্বা যে আমার
হতে চান স্বয়ম্বরা।

কাশীরাজ। বীর্য্যপণে তাঁর
কি হেতু আপত্তি প্রিয়ে?
রাজ্ঞী। আপত্তি অনেক,
এক অতি গুরুতর। নব সৌভরাজ
যদিও অরাতি পুত্র, উপকারী অতি
আমাদের। জলমগ্না কন্যারে তুলিলা
যে যুবক, জানিলাম সৌভ যুবরাজ
ছিলা সেই, ছদ্ম নামে ঋষির আশ্রমে।
যদিও অপরিচিত নামে কুলে শীলে,
তদবধি উভয়ের আবদ্ধ হৃদয়
উভয়ের প্রেমডোরে।
কাশীরাজ। তুমি আর আমি
উপনীত জীবনের শেষ প্রান্তে। আজ
হেথা হতে কৈশোরের প্রেম-অভিনয়
আর ধূলা বালু লয়ে শৈশবের খেলা
লাগিছে সমান দূর, গৌরবে সমান।
রাজ্ঞী। তুমি আমি সকলেই ধূলা খেলা খেলে
প্রণয়ের হাসি অশ্রু, আনন্দ বেদন
মুখে মেখে, বুকে রেখে, এনু এত দূর,
পিছে যারা তাহাদেরও হবে এইরূপে
আসিতে এ পথে।
কাশীরাজ। কিন্তু এত দিন ধরে
তুমি আমি চলি নাই খেলে লুকাচুরী।
কীর্ত্তি। খেলায় ঘটনা-চক্র। শাল্ব বহুবার

দিয়াছেন বহু পরিচয় বীরত্বের,
বারবার। পশি যোদ্ধৃদলে
বিগত শারদোৎসবে, নানা অস্ত্র লয়ে
খেলিলেন যেই বীর, করি চমৎকৃত
সকলেরে, তব মুখে লভিলা সুখ্যাতি,
হস্ত হতে নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় তব,
সেই নব সৌভরাজ। মণিবন্ধে তাঁর
কৃষ্ণ এক চিহ্ন দেখি চিনেছেন সখী।

কাশীরাজ। আমি ইথে নহি সুখী। তস্করের মত
হরিয়াছে সে আমার তনয়ার মন,
আমার অজ্ঞাতসারে। ম্লেচ্ছ সেই জন,
সরল প্রকৃতি নহে। অভিসন্ধি তার
ছিল আর কিছু গূঢ়। এ রাজা আমার
দিবনা—

রাজ্ঞী। [সানুনয়ে] অম্বারে, নাথ, দিতে হবে তারে
অম্বা যারে মনে মনে করেছে বরণ।

কাশীরাজ। [সক্রোধে] এ সকল অর্থহীন পুষ্পিত বচন।
'মনে মনে করেছে বরণ!'—মনে মনে
কত ভাঙ্গি, কত গড়ি, কত স্বপ্ন দেখি;—
যত কিছু মনে আসে, সকলি কি হবে
অলঙ্ঘ্য বেদের তুল্য? শিশুর হৃদয়
যা চাহিবে, তাই তারে দিবে?

রাজ্ঞী। আর্য্য পুত্র,
জ্ঞানহীনা অবলা এ। করিও মার্জ্জনা

সব ত্রুটি। বলিয়াছি, আপন বুদ্ধিতে
যাহা বুঝিয়াছি হিত। কিন্তু মনে জানি,
যত দিন পিতৃকুলে, পিতার বাসনা
হইবে কন্যার শাস্ত্র; সম্প্রদান শেষে
ভর্ত্তার যা শ্রেয়ঃ হবে তাই শ্রেয়ঃ তার।

কাশীরাজ। প্রিয়ম্বদে, তাই দাস পদে বাঁধা তব,
সপত্নী কণ্টক দিয়া বিঁধি নাই কভু
পুষ্প সুকুমারী তোমা।

রাজ্ঞী। অম্বা অগ্নিময়ী
লভি পিতৃ-তেজঃ, নাথ।

কাশীরাজ। [চিন্তিত ভাবে] জানি, আমি জানি।
[কীর্ত্তির প্রতি] ডাক তারে, বুঝাইব দুজনে আমরা।

[কীর্ত্তির প্রস্থান।]

আসিয়াছে বাঞ্ছনীয় বিবাহ প্রস্তাব
হস্তিনা হইতে।

রাজ্ঞী। [সবিস্ময়ে] নাথ, হস্তিনা হইতে ?
দেবব্রত হয়েছেন সম্মত এখন— ?

কাশীরাজ। দেবব্রত বৈমাত্রেয়, রাজ্য অধিকারী
বিচিত্র বীর্য্যের জন্য চাহিছেন বধূ
আমার অম্বারে।

রাজ্ঞী। আহা, দেবব্রত হলে
থাকিত না কোন ক্ষোভ। ধীবরের নাতি
জানিনা সে হইবে কেমন !

কাশীরাজ। ধীবরের নাতি !

শান্তনুর পুত্র, স্মর সেই কথা আগে।
শ্রেষ্ঠ বীজে শ্রেষ্ঠ তরু। ক্ষেত্র যদি হয়
অতি শুষ্ক, কিবা সিক্ত, কিবা ক্ষারময়,
নানা রূপে সংশোধিয়া করা যায় তারে
সুবীজের অনুকূল; সরস ভূমিও
সুবীজ অভাবে রহে কণ্টকেতে ভরা
বুঝিলে কি প্রিয়ে?

[অম্বার প্রবেশ।]

রাজ্ঞী। এস, মা আমার।

অম্বা। প্রণমি জননী। তাত, প্রণমি চরণে।

রাজ্ঞী। সাবিত্রী সদৃশী হও।

কাশীরাজ। হও যশস্বিনী।

অম্বা। কি আদেশ মোর প্রতি?

কাশীরাজ। শুনিলাম আমি
তোমাদের স্বপ্ন কথা; শাল্ব আর তুমি
কিশোর কিশোরী দুই, শুধু দূর হতে
দেখিয়াছ দু জনারে। তোমার বয়সে
চোখ যদি ভুল করে, মন তার সাথে
আসে বাড়াইতে ভুল।....অনুরোধ মোর,
স্থির ভাবে বিচারিয়া দেখ সর্ব্ব-দিক্।
হস্তিনায় আছে এক উপযুক্ত বর,
শুধু হস্তিনায় কেন? আছে সুক্ষত্রিয়
বহু রাজকুলে। আমি আহ্বানি সকলে,
তুমি শুভ্রা কীর্ত্তি সম করিবে আশ্রয়

সর্ব্বজয়ী জনে।

অম্বা। [বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া পরে অতি ধীর স্বরে]

দেব, এহৃদয় জয়

করেছেন সৌভরাজ; অর্পি তাঁর করে

সুখী কর কন্যা তব, সুখী কর তাঁরে।

কাশীরাজ। অয়ি কন্যে, বিবাহ কি শুধু দুজনার

দুটি জীবনের দুঃখ সুখ সীমা তার?

পূর্ব্ব পিতৃগণে স্মরি, কুলের কল্যাণে

রাখ লক্ষ্য; পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনে

কর সুখী; নিরাতঙ্ক কর প্রজাগণে।

ভবিষ্য ও অতীতের মহা সন্ধি এই

পরিণয়; জনকের অক্ষুণ্ণ গৌরব

কন্যা সেতু ধরি যায় শ্বশুরের কুলে।

অম্বা। যে নারী বিশ্বস্ত নহে আপনার কাছে,

কি গৌরব বাড়াবে সে জনকের তার,

সন্তানেরে কি পুণ্যের উত্তরাধিকার

দিয়া যাবে, বল পিতঃ।

কাশীরাজ। [সবিষাদে] অজ্ঞাতে পিতার

কেন বৎসে চিত্তে স্থান দিলে বাসনার?

অম্বা। যাই আমি বনাশ্রমে, অগৌরব যদি

মোর স্বয়ংবরে তব। দুটি কন্যা আরো

আছে তব, দাও তব বাঞ্ছিত জনায়।

কাশীরাজ। কেন সে করিলা হেন নাট্য অভিনয়?

অম্বা। বিমুখ হইতে, দেব, সৌভ নামে, তাই

প্রতিষ্ঠিত আপনার পুরুষত্বে, আর
বিদ্যার গৌরবে, লোপ করি নাম ধাম,
খুজিলেন প্রীতি তব।

কীর্ত্তি। রাহু নাম দিয়া,
পূর্ণচন্দ্রে না দেখিয়া যে দাঁড়ায় ফিরে,
ঢাকি চোখ, কি উপায়ে দেখাইতে হয়
তাহারে চন্দ্রের শোভা?—ছলে ও কৌশলে।

কাশীরাজ। থাক্ পূর্ণচন্দ্ররূপ, বিদ্যার গৌরব,
আমার জামাতা সেই হবে, তার আরো
থাকা চাই কিছু;—চাহি কুলের গৌরব,
চাহি পূর্ণ ধনাগার, মহতী বাহিনী।

অম্বা। অম্বা চাহে পুরুষত্ব, শৌর্য্য আর জ্ঞান,
উদার হৃদয়, আর প্রাণোৎসর্গী প্রেম।

কাশীরাজ। সেই শৌর্য্য, জ্ঞান, প্রেম কেবলি কি কথা?
করিবে না পরীক্ষা তাহার? কি দেখিয়া
বরিবে শাল্বেরে, যদি বীর-বৃন্দমাঝে
না প্রমাণে আপনারে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলি?
ভেবেছিনু রূপে গুণে শৌর্য্য পরাক্রমে
জান তারে অদ্বিতীয়।

অম্বা। আমি তাই জানি।
তবু ভাগ্যবশে কিম্বা গ্রহদোষে যদি
অতর্কিত পরাজয় ঘটে, অকস্মাৎ,
তখন কি হবে গতি ভাবাতো উচিত?

কাশীরাজ। অম্বা মোর বরিবেন পরাজিত জনে?

অম্বা। জয় পরাজয়ে আমি চিরদিন তাঁর।
যদি পঞ্চবর্ষ আগে সৌভ যুবরাজ
চাহিতেন কন্যা তব, দিতে নাকি তাঁরে?

কাশীরাজ। জান চাহে নাই কেন? একথা তখন
স্বপ্নে জানে নাই কেহ—অম্বার অঞ্চলে
বাঁধা আছে কাশীরাজ্য।

অম্বা। শুদ্ধ দেহবলে
অন্য কেহ লয় যদি কন্যাত্রয় তব,
তখন তো চিতানল অম্বার আশ্রয়?

কাশীরাজ। যদি বিবাহের দিনে নৃপতি সমাজে
শাল্বে তোর মনে হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলি,
যদি সেই দিবসের জয় পরাজয়ে
নাহি বিচলিত হয় ইচ্ছা আজিকার,
প্রকাশ্যে সে কথা আমি করিয়া প্রচার,
ফিরায়ে আনিয়ে তোরে দিব শাল্ব করে।
জেন মনে, এ পরীক্ষা তার যোগ্যতার,
তোমার প্রেমের আর।

অম্বা। তাই হোক তবে।

[রাজা ও রাণীর প্রস্থান।

[স্বগত] তবু বলি পিতঃ মোরে সঙ্কট অর্ণবে
ভাসায়োনা। মানবের ভাগ্য অনিশ্চিত,
হিতে বিপরীত ঘটে, বিপরীত পথে
না জানি কি অমঙ্গল প্রতীক্ষা করিছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সৌভরাজপুরীর অদূরে রাজপথ। নাগরিকবেশে শাল্বের প্রবেশ।

শাল্ব। বলে চার-চক্ষুঃ রাজা। চক্ষুঃ আপনার
করুক চরের কর্ম্ম। অর্দ্ধ অন্ধকারে
রাখে অপরের দৃষ্টি। আপনার কাণ
সব চেয়ে শোনে খাঁটি, রাজ্যের সংবাদ।
(পুথিপত্র হস্তে ব্রাহ্মণবেশী দেবলের প্রবেশ।]
কে হে তুমি? কি চাহিছ?

দেবল। বিদেশী পণ্ডিত
আসিয়াছি দূর হতে, শুনি নানা স্থানে
রাজার সুখ্যাতি।

শাল্ব। ওহে বিদেশী পণ্ডিত,
তোমাদের রাজ্যে বুঝি পণ্ডিত জনের
কোনই আদর নাই? বড়ই চতুর
তোমাদের বৃদ্ধ রাজা। পারে না ভুলাতে
তোমার আমার মত অর্ব্বাচীন তাঁরে
কেবল পাণ্ডিত্যে।···ভাই অম্বার কুশল?

দেবল। কে হে তুমি ধৃষ্ট?

শাল্ব। ভাই তুমি যাঁর দূত
আমি তাঁর আজ্ঞাধীন দাস। বল মোরে
কি আজ্ঞা তাঁহার।

[মস্তকাবরণ খুলিয়া আত্ম-প্রকাশ।]

দেবল। জয় হোক, মহারাজ।

শাল্ব। চুপ, চুপ, রাজপথে রাজা আমি নই,
সামান্য নগরবাসী।

দেবল। আছে লিপি এক।

শাল্ব। চল তবে রাজপুরে।

দেবল। নাহি অবসর।
আজ রাত্রে ফিরে যেতে হবে দীর্ঘ পথ।

শাল্ব। আছে মোর দ্রুত অশ্ব।

দেবল। হউন সত্বর,
কুমারীর স্বয়ংবরে। আসুক পশ্চাতে
সমুদয় সৌভসেনা।

শাল্ব। পঁাড়ি লিপি আগে—
[কিছু দূরে গিয়া পাঠ]
"অম্বার হৃদয় চোর, হরিয়াছ যার
গোপন প্রাণের প্রেম, দেবতা মানব
সবার সাক্ষাতে আসি লয়ে যাও তারে,
সর্ব্ব জয়ী বীররূপে। নৃপ-পারাবারে
তুমি তরী, তুমি তীর, কাণ্ডারী অম্বার।"—

শাল্ব। [হস্ত আস্ফালন পূর্ব্বক]
বাহি এই বীর্য্য তরী, বামে লয়ে তোরে
চলিব নির্ভয়ে, দলি ক্ষত্রিয় জলধি।
[দেবলের নিকটস্থ হইয়া]
আছে পত্র ?

দেবল। আছে বর্ণ, আছে ভূর্জ্জত্বক্
[বস্ত্রান্তর হইতে লেখনোপকরণ প্রদান।

শাল্ব। [লিখিতে লিখিতে পাঠ]

"অম্বা প্রতিষ্ঠিত যার চিত্ত সিংহাসনে,
সে জনের নাহি ভয়, নাহি পরাজয়,
জানিবে তা। বসন্তের শুভ্র পূর্ণিমায়,
শাল্বের সাধনা সিদ্ধি, শক্তি, ঋদ্ধি, যশঃ
কাশীরাজপুর হতে আনিব তুলিয়া।
অম্বা সিংহাসন-অর্দ্ধে বসিবেন যবে,
জগৎ লুটাবে পদতলে—উভয়ের।"
লও সথে লিপি মোর।

দেবল। হইনু বিদায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সৌভ রাজপুর। নির্জ্জন কক্ষে শাল্ব

দূতের প্রবেশ

দূত। জয় হোক মহারাজ। আসিয়াছি আমি
কাশীরাজ সভা হতে, লয়ে প্রত্যুত্তর।

[লিপি প্রদান।

শাল্ব। [লিপি খুলিতে খুলিতে] কি দেখিলে?
কি শুনিলে? বৃদ্ধ কাশীরাজ
শিষ্ট কি অশিষ্ট ভাবে তুষিলা তোমায়?

দূত। তুষিলেন শিষ্টাচারে, অতিথি গৌরবে।

শাল্ব। [পত্রপাঠ]

হে রাজন্, পাইয়াছি দীর্ঘ লিপি তব।

ক্ষত্র আমি, বৃদ্ধ আমি, নহিসুনিপুন
বচন বিন্যাসে। মোর কিণাঙ্কিত কর
অভ্যস্ত ধনুক শরে, আর তরবারে,
লেখনী চালনে নহে। যদি উপকার
পেয়ে থাকি তব করে, ছিলাম প্রস্তুত
দিতে তার পুরস্কার। কিন্তু ভেবে দেখ,—
রাজার মুকুট হতে পড়ে যদি খসি
শ্রেষ্ঠ মণি, বনপথে, মৃগয়ার কালে,
আর যদি কুড়াইয়া পেয়ে ব্যাধ কেহ
আনি দেয় পুরস্কার আশে,—পায় কি সে
সেই মণি পুরস্কার? ক্ষুদ্র যদি কিছু
হারায়, সে তারি হয় যে পায় কুড়ায়ে,
কিন্তু যা অমূল্য ধন তাহা লভ্য নয়
এ নিয়মে। রাজ্য কিম্বা রমণী রতন
ভুজবলে জিনি, যেই রাখে ভুজ বাঁধে,
সেই সুক্ষত্রিয়, যোগ্য বীর রমণীর।
বীর্য্যশুল্কা কন্যা মোর পার যদি নিতে,
তোমারে জামাতা বলি করিব সম্মান।
প্রেমের পরীক্ষা হবে ক্ষত্রিয় সভায়,
শুভলগ্নে, বসন্তের পূর্ণিমা তিথিতে।"

[দূতের প্রতি]

দেখিলে কি সেথা তুমি কোন আয়োজন
কোন মহা উৎসবের?

দূত। কুমারীত্রয়ের

হবে স্বয়ম্বর, তার হইছে উদ্যোগ।

শাল্ব। দেখিলে কি অন্য দেশ হ'তে দূতাগম?—
যৌতুকাদি, বন্ধুত্বের আদান প্রদান?

দূত। দেখিয়াছি হস্তিনার দূতে।

শাল্ব। কি উদ্দেশ্যে?

দূত। নাহি জানি। বার্ত্তাবাহী বৃদ্ধ সে ব্রাহ্মণ
ভাঙ্গে নাই কোন কথা, কিন্তু মনে হয়
কাশীরাজ কন্যা মাগি অনুজের তরে
এনেছে ভীষ্মের লিপি।

শাল্ব। অনুজ ভীষ্মের?
নিতান্ত বালক সেতো।

দূত। পৌরজন কহে,
জ্যেষ্ঠা কুমারীর ইচ্ছা, আপনি দেখিয়া
বরিতে ইচ্ছিত জনে। তাই নাকি হবে।

শাল্ব। বেশ কথা। যাও এবে।

[দূতের প্রস্থান।

শাল্ব। ব্যাধ বলে মোরে!
মুকুটের মণি ওর কুড়ায়েছি পথে!
কাড়ি মুকুটের মণি মোর বক্ষঃস্থলে
বাঁধিব তা, তার পর শুভ্রশির ছাড়ি
লুটাইবে সে মুকুট এই পদতলে।

[অগ্রসর হইয়া]

দ্বাররক্ষী, ডাক মোর পাত্র মিত্র সবে।
কহ মোরা সেনাগণে থাকিত সজ্জিত।

তৃতীয় দৃশ্য।

কাশী। রাজপথে নগরপাল, জনৈক সৈনিক পুরুষ, নাগরিক ও ভাট।

নাগরিক। কোন্ রাজা এসেছেন সঙ্গে লয়ে তাঁর
এত হস্তী, অশ্ব রথ, এত পদাতিক ?
আসিছেন সমরে কি বিবাহের তরে ?

ভাট। ইনি নব সৌভরাজ।

নাগরিক। অতি সুপুরুষ,
লক্ষ্মীর আপন পুত্র। উপযুক্ত হবে
এ হেন পুরুষ সাথে অম্বার মিলন।

সৈনিক। নাম ধর রাজকুমারীর ?

নাগরিক। মাতা তিনি
সকল প্রজার, তাই সকলের মুখে
ফিরে তাঁর সার্থক সে নাম।

নগরপাল। তাই, তাই।
আরও আসিছেন রাজা রাজপুত্র কত।

নাগরিক। ইনিই সর্ব্বাগ্রে বরে, মনে হয় যেন
নিশ্চয় সৌভাগ্য লক্ষ্মী বরেছেন এঁরে।

নগরপাল। অম্বারূপে ?—আসিছেন এ কোন নৃপতি ?

ভাট। ইনি বিদর্ভের রাজা, বিগত যৌবন।

নগরপাল। আসিছেন ভিন্ন ভিন্ন শিবির হইতে,
নৃপগণ। চেয়ে দেখ মগধের প্রভু
তার পর বঙ্গেশ্বর, কলিঙ্গ, উৎকল,

তিনের শিবির শুভ্র, ছিল পাশাপাশি।
অন্য দিকে মদ্র আর কেরল সুন্দর।

নাগরিক। কি রকম হবে স্বয়ম্বর ?

নগরপাল। দেখিছ না ?
রচিত বিশাল সভা, বৃত্তাকারে ঘেরা,
উন্নত বেদিকা এক মধ্যস্থলে তার।
মহারাজ দাঁড়াবেন লগ্ন প্রতীক্ষায়
উহার উপরে। রবে রাজপুত্রগণ
উপবিষ্ট সমদূরে, পরিধি মণ্ডলে।
সুলগ্নে উঠিবে বাজি শঙ্খ মাঙ্গলিক ;
বরমাল্য হাতে লয়ে জনকের পাশে
দাঁড়াবে কন্যারা যেই, চারিদিক হতে
উঠিবেন বীরগণ, দিতে পরিচয়
হরণ কৌশল আর রণ সামর্থ্যের।
পরাজিয়া অন্য সবে যে পারিবে নিতে
কন্যাগণে, নিজরথে, সেই হবে বর।

নাগরিক। এ তো নয় বিয়া ভাই, এতো কন্যা লুট।
গল্পে শুনি সে কালের ছিল এই রীতি।

সৈনিক। সেকাল ফিরিয়া এলে একাল সে হয়।

নাগরিক। ওকি বজ্রধ্বনি ?

সৈনিক। দেখ !

নাগরিক। শূন্য পথ দিয়া
এ কোন দেবতা আসে ?

ভাট। বাজে মাঙ্গলিক

শল্য। বুঝি বিবাহের লগ্ন উপস্থিত।
ওকি কোলাহল ?

সৈনিক। [কাণ পাতিয়া] শোন অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা !
বাহিরিছে নৃপদল। ছুটিয়াছে রথ ;
তিন কুমারীকে লয়ে। কে এ মহারথী ?

নগরপাল। পশ্চাতে দ্বিতীয় রথ, উনি সৌভরাজ।

[উত্তেজিত ভাবে দেবলের প্রবেশ]

দেবল। দেখেছ কি ?

সৈনিক। দেখেছি তো, চিনি নাই বীরে।

দেবল। বাহু মেলি কি কহিলা রাজপুত্রী, হায় !
শুনা নাহি গেল কথা !

[অগ্র পশ্চাৎ অনুচর সহ কাশীরাজের প্রবেশ]

অনুচরগণ। সর, সর, সর,
আসিছেন মহারাজ, প্রাচীর হইতে
দেখিতে দ্বৈরথ যুদ্ধ।

কাশীরাজ। এই বেশ স্থান।

দেবল। [করযোড়ে নিকটস্থ হইয়া]
ফিরিবেন জয়ী বীর ?

কাশীরাজ। ভেবেছিনু বটে,
যুদ্ধ শেষে সকলের সম্মুখে কন্যারা
পরাবেন বরমাল্য সর্ব্বজয়ী বীরে,
কিন্তু হইবে না তাহা। ভীষ্মের অনুজ
রয়েছেন হস্তিনায়। কারে সমাদরে
গৃহে লয়ে দিব কন্যা শাস্ত্রোক্ত বিধানে ?

দেবল। হস্তিনায় গিয়া হবে বিবাহ ?

কাশীরাজ। তাইতো

ভীষ্মের বাসনা। আমি বুঝি নাই আগে।

দেবল। মহারাজ, আজ্ঞা হোক জ্যেষ্ঠা কুমারীরে

আনিতে ফিরায়ে।

সৈনিক। [স্বগত] যদি সাধ্য থাকে তব !

কাশীরাজ। [ভ্রূকুটী করিয়া দেবলের প্রতি]

এ কেমন কথা বৎস ?

[স্বগত] হয়তো শাম্বের

লজ্জাকর পরাজয় নিজ চক্ষে দেখি,

কুণ্ঠিত হবেন অম্বা বরিতে তাহারে

অতঃপর।—মোর বাঞ্ছা তাই যেন হয়।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গৌড়-রাজসভা। মিত্র ও পারিষদগণসহ শাল্ব। দেবলসহ
বৃদ্ধ দ্বিজদ্বয়ের প্রবেশ।

দ্বিজদ্বয়। [সমস্বরে] জয় জয় মহারাজ।

শাল্ব। আজ্ঞাধীন দাস
প্রণমি। সার্থক জন্ম, পুণ্যপুঞ্জসম
দ্বিজগণ দরশনে। শ্রবণ আমার
হউক কৃতার্থ এবে আদেশ গ্রহণে,
জীবন হউক ধন্য পালনে তাহার।

১ম দ্বিজ। মহারাজ, আসিয়াছি কাশীপুর হতে
নৃপতির আশীর্ব্বাদ, স্নেহ সম্ভাষণ
লয়ে।

দেবল। আর লিপি এক।

শাল্ব। বৃদ্ধ কাশীরাজ
মোর ঘোর শত্রু। তার আশীর্ব্বাদ···সেতো
প্রচ্ছন্ন অভিসম্পাত। স্নেহ সম্ভাষণ,
হবে সে আহ্বান রণে।

২য় দ্বিজ। নহে, মহারাজ।
নহে তাহা। জ্ঞাত আছ কুমারী ত্রয়ের
স্বয়ংবর। বীর্য্যশুল্কা আছিলা তাহারা,
বীর্য্যবলে দেবব্রত, শান্তনু কুমার,
লয়ে গেলা পরাভূত করি রাজগণে।

অম্বা, জ্যেষ্ঠা বালা, অতি বাল্যকাল হতে,
হে শোভন, তব প্রতি অনুরাগবতী।
রাজ্যবল হীনতর যদ্যপি তোমার,
তথাপি হস্তিনা রাজ্য, সমৃদ্ধ বিশাল
তুচ্ছ করি, পিতৃপুরে এসেছেন ফিরি।

শাল্ব। এসেছেন ফিরে পিতৃপুরে? কি আশ্চর্য্য কথা!
কেমনে ফিরিলা অম্বা, অতি সুকুমারী,
ভীষ্মের কঠোর মুষ্টি করি অতিক্রম?

১ম দ্বিজ। ধর্ম্ম পরায়ণ ভীষ্ম, আর্ত্তের শরণ,
রমণীর প্রতি কভু ক্রূরতা তাঁহার
অসম্ভব। নিবেদিলা অম্বা পুণ্যশীলা,
"শাল্বরাজে মনে মনে করেছি বরণ,"—
অতএব কুরুশ্রেষ্ঠ সাথে দিয়া তার
বৃদ্ধ দ্বিজ শত, শত বৃদ্ধ দাসদাসী,
পাঠাইলা কুমারীরে জনকের পুরে।

শাল্ব। আপ্যায়িত সুসংবাদে! বিশাল ভারতে
নাহি হেন রাজপুত্রী, এই লজ্জাকর
হরণ ও প্রত্যাখ্যান করিয়া শ্রবণ,
হইবে না লজ্জানত। আছে অন্য কথা
আর কিছু?

১ম দ্বিজ। কাশীরাজ সাদর বচনে
তোমারে জামাতা বলি করি সম্ভাষণ,
কহিছেন—

শাল্ব। ক্ষান্ত হও, দুষ্ট দ্বিজাধম!

কে কাহার জামাতা ? সে নির্জ্জিতা, গৃহীতা,
প্রত্যর্পিতা রমণীরে চাহে সমর্পিতে
সৌভরাজে ? এত বড় স্পর্দ্ধা ! মূঢ় তারে
কহিও, ব্রাহ্মণগণ, দাসীপুত্রে মম
দিলে হেন কন্যা, সেও করে প্রত্যাখ্যান
ঘৃণায়। তোমরা বিপ্র, নহিলে এখনি,
পাপিষ্ঠের বার্ত্তাবহ, পেতে পুরস্কার
উপযুক্ত। যাও ফিরে, স্কন্ধে শির লয়ে।

২য় দ্বিজ। ভেবে দেখ মহারাজ, বৈরিতা তোমার
নহে রাজপুত্রী সহ। শত্রুকন্যা বলি
সাধ্বী রমণীর প্রতি কেন অবিচার ?
বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের প্রসিদ্ধ এ রীতি,
নারীর প্রণয় সদা করেন পূরণ।

প্রতীপ। কুমারীর অনুরাগ ছিল যদি এত
সৌভরাজে, কেন ভীষ্ম উঠাইলে রথে
না করিলা প্রতিবাদ? ছিলাম সারথি
শাল্বের, সে রণকালে। প্রলয় গর্জ্জনে
যুঝিতে আছিল দোঁহে,—ভীষ্ম সৌভপতি,
পরস্পরে বদ্ধ দৃষ্টি; আমি দেখিয়াছি
মাঝে মাঝে কন্যাত্রয়ে। দুই সুকুমারী
ভীষ্মের ভীষণ মূর্ত্তি করিয়া দর্শন
মূর্চ্ছিতাই, মনে হয়, উঠে ছিল রথে,—
অম্বার আনন শুধু দ্বিগুণ প্রভায়
দেখেছি উজ্জ্বলতর। জয়লক্ষ্মী সম

ভীষ্মের নিকটে বসি, বিশাল নয়নে
নির্ভয়ে দেখিতেছিল বিষম সংগ্রাম
শাল্ব শান্তনুজে।

শাল্ব। সখে, অতীতের কথা
কেন আর? [দ্বিজগণের প্রতি]
যাও দেশে প্রতিবার্ত্তা লয়ে।

১ম দ্বিজ। মহারাজ, পুনরায় দেখ বিচারিয়া,
আপনি যাচক হয়ে চেয়ে ছিলে তুমি
কুমারীরে—

শাল্ব। তোমাদের প্রভু সেই কালে
উচিত বিধানে রাখে নাই যাচকের
মান। আজ হতমান হয়ে, নত ভাবে
এসেছেন দিতে হৃতা প্রত্যর্পিতা বালা;—
অতিশয় অনুগ্রহ তাঁর এ অধীনে!

২য় দ্বিজ। হতমান কেন? হৃতা প্রত্যর্পিতা বলে
কেন এ পরুষ বাক্য অ-পুরুষোচিত?
পারিলে না কেড়ে নিতে, আপনি কুমারী
এসেছেন তব অনুরাগে, হে রাজন,
তুচ্ছ করি কৌরবী সম্পৎ। এ মহান্
স্নেহ লভি, আপনারে কৃতার্থ মানিবে,
বীরবর।

শাল্ব। বৃথা কথা ছাড়ি দূর হও।

[উঠিয়া প্রস্থান।

১ম দ্বিজ। চল যাই, আর কেন বহু বাক্যব্যয়

অযোগ্য পুরুষ সাথে ? দেবতার শাপ
লাগিয়াছে সৌভদেশে, সাধ্বী রমণীরে
তাই মূঢ় করে প্রত্যাখ্যান। ভস্ম—

দেবল। থাম।
দূত মোরা পরবাক্য বহি। আপনার
চিন্তা থাক্ আপনার মনে।

১ম দ্বিজ। তাই হোক।
[প্রস্থান।

প্রতীপ। সত্য বলিতেছে বৃদ্ধ। যাইবার কালে
যাই হোক, প্রত্যাবৃত্তি জানাইছে বটে
কুমারীর স্থির প্রেম।

১ম পারিষদ। কেন সৌভরাজ
বাঞ্ছিতে পাইয়া হাতে ঠেলিছেন পায়ে ?

প্রতীপ। ভীষ্ম হস্তে পরাজয় দহিছে শাল্বের
মর্ম্মস্থল,—জ্বালা তার প্রেমে কি জুড়ায়?

২য় পারি। তারপর, ভীষ্মানুজ ভীষ্মের কৃপায়
লভিয়াছে দুই কন্যা, পাবে কোন দিন
সমুদয় কাশীরাজ্য। অম্বার প্রণয়
উপনীত ভিখারীর বেশে।

২য় পারি। বটে ? তাই—

প্রতীপ। না, না। শাল্ব মানধন, আপনি জিনিয়া,
ছিনিয়া লইবে নারী। অবলা রমণী
স্বয়ং যাচিকা হয়ে যদি ধরা দেয়,
বীরের সে অপমান।

২য় পারি। মান প্রত্যাখ্যানে?

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাশীরাজ্য। অম্বার বিশ্রামাগার। অম্বা শায়িতা ও সখিগণ বেষ্টিতা।

অম্বা। কীর্ত্তি, কি ও কোলাহল? জননীর গৃহে
দাসীগণ কেন করে ঘন যাতায়াত?
কার এ বিলাপ ধ্বনি?—জননীর স্বর!

[উত্থান চেষ্টা।

কীর্ত্তি। থাক হেথা রাজপুত্রি, আজিও তোমার
ম্লান মুখ, ম্লান দেহ। হস্তিনার পথ
কত দীর্ঘ, কত শীঘ্র গেলে ফিরে এলে।
পথে পথে যদি সখি, করিতে বিশ্রাম,
হইতনা এত ক্লেশ। যা লো মনোরমা
মহিষীর কক্ষে, দেখ কি হইছে সেথা।

[মনোরমার গমন।

অম্বা। সখি, নহে পথ ক্লেশে ম্লান দেহ মম,
সংশয়ে মথিত অতি হৃদয় আমার।
মান-ধন সৌভরাজ নিজ ভুজ বলে
নারিলা লভিতে মোরে,—হৃতা প্রত্যর্পিতা
ক্ষোভশল্য উদ্ধারিতে পারিব কি তাঁর।

কীর্ত্তি। ক্ষোভ কেন? কেনা জানে অজেয় কৌরব?
ভীষ্ম হস্তে পরাজয়ে লজ্জা নাহি কভু,
বরঞ্চ যে একদিন বীর দর্পে মাতি
হয় সম্মুখীন তাঁর, মহাবীর বলি
সে জন প্রতিষ্ঠা লভে।

অম্বা। প্রাণপূর্ণ প্রেম
ঢালিয়া, সে ক্ষত হিয়া জুড়াইব আমি।
কীর্ত্তি। কেমন দেখিতে, সখি, ভীষ্মানুজ? তব
সুখিনী অনুজাদ্বয় বরি পতি তারে?
অম্বা। সুখিনী তাহারা সখি। নিতান্ত বালিকা;
জানে না তো তারা পুরুষের পুরুষত্ব
কি সে? ভালবাসে যথা আলেখ্য, পুত্তল,
চিত্রিত উজ্জ্বল বর্ণে, ভালবাসিয়াছে
কন্দর্পের মূর্ত্তি সম বিচিত্র-বীর্য্যেরে।
তারা বীরসিংহ শাল্বে বাসে নাই ভাল,
তাই তারা সুখে আছে, সুখে থাক তারা।

মনোরমার প্রবেশ।

মনো। এসেছেন ফিরে বিপ্রগণ।
অম্বা। কি সংবাদ?
আসিছেন আর্য্যপুত্র?
মনো। [ইতস্ততঃ করিয়া] সৌভপতি নাকি—
করেছেন—প্রত্যাখ্যান—প্রার্থনা রাজার।
অম্বা। [চকিত ভাবে] কেন?
মনো। পর-করস্পৃষ্টা রমণী তাঁহার—
নহে পরিগ্রহ যোগ্যা।
অম্বা। কি?…হা পরমেশ!

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। রাজপুত্রি, মান-ধন জনক তোমার
কহিছেন মোর মুখে—

"শাল্ব নীচাশয়
ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে তোমায়—

অম্বা। ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান?...ঘৃণা...ঘৃণা...**ঘৃণা**!—

কঞ্চুকী। হস্তিনায় যাও পুত্রি, হও কুরুরাণী;
পালনীয় রমণীর পতি ধর্ম্ম, তাহা
করহ পালন, শুভে। পাঠাইব আমি
দূত পুনঃ হস্তিনায়, দেহ অনুমতি।—"

অম্বা। শিরোধার্য্য পিতৃ-আজ্ঞা।

[মূর্চ্ছা ও ভূমিতলে পতন।

মনো। দেখ কীর্ত্তি, দেখ।

তৃতীয় দৃশ্য।

অম্বার কক্ষ। অম্বা পীড়িতা, পার্শ্বে কীর্ত্তি, শিয়রে রাজ্ঞী।

অম্বা। এতো স্বপ্ন সখি? একি স্বপ্ন নয়?

কীর্ত্তি। কি স্বপ্ন?

অম্বা। আমার এই অপার লাঞ্ছনা—
প্রিয়তম মুখে বাণী এমন নিঠুর?
স্বপ্ন এত স্পষ্ট সখি?—সকলি অলীক,
অথবা অর্দ্ধেক সত্য?—স্বয়ম্বর সভা,
বীর্য্যপণ,—দেবব্রত—মোদের হরণ—
বল কত খানি সত্য, স্বপ্ন কত খানি।

কীর্ত্তি। কত খানি আছে মনে?

অম্বা। মনে পড়ে সেই
বিক্ষুব্ধ রাজেন্দ্র সভা, হুঙ্কার গর্জ্জন;—

দেখিলাম মণিময় সহস্র উষ্ণীষ
একদা উত্থিত হয়ে এল বাহিরিয়া,
বিচ্ছুরিয়া জ্যোতিরেখা দীপ্ত দিবালোকে।
ধনুক টঙ্কার, ঘন গদার ঘূর্ণন
ব্যথিতে লাগিল কর্ণ, নয়ন আমার,...
আস্ফালিত অসিপাতে বিদ্যুতের ছটা
করিতে লাগিল খেলা।...দ্রুত স্বপ্ন রথে
চলিলাম ভায় সাথে।...সহোদরাদ্বয়
ভীতিগ্রস্ত, মূর্চ্ছাগত ;...আমি একা জাগি,
প্রলয়ের আরম্ভের এক সাক্ষী যেন।...

[আবিষ্টবৎ অবস্থান।

কান্তি। বলে যাও, সখি, চক্ষে ভাসিছে সকল।

অম্বা। মথিত ক্ষীরোদ হতে, যথা পূর্ব্বকালে,
উঠিলা চন্দ্রমা, ঠেলি দুগ্ধ-ফেনমালা—
সমুদ্রের দুই তীরে দেবতা, দানব
নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, মুগ্ধ, নির্ণিমেষ সবে
রহিল চাহিয়া ;...স্থির মন্দারে বেষ্টিয়া
ক্লিষ্ট অনন্তের দেহ সে মুহূর্ত্ত তরে
শিথিলিত, আকর্ষণ বাথা ভুলে গেল,
বিস্ময়েতে ;...সুনিস্তব্ধ সে অপূর্ব্ব ক্ষণে,
একা ধীর মহাদেব, মৃদু হাস্য ভরে,
'এস' বলি, বাহু তুলি করিলা আহ্বান ;—
ঈষৎ নড়িল জটা,...কাঁপিল ললাটে
উজ্জ্বল নয়ন-বহ্নি ;...ইন্দু সসম্ভ্রমে,

ঈষৎ আনত শিরে, সম্মুখে দাঁড়াল
মহেশের,—শুনিয়াছি কথা কবিমুখে—
তেমনি সে বিক্ষোভিত রাজার্ণব হতে
উঠিলেন সৌভপতি,—কিন্তু অসম্ভ্রমে,
"তিষ্ঠ" বলি, দৃপ্ত, ক্রুদ্ধ, উন্নত মস্তকে!
মহাদেব সম ভীষ্ম 'এস তবে' বলি
মৃদু হাসি, রণ রঙ্গে করিলা আহবান!—
কেমন স্বপন সখি?

কীর্ত্তি। এখানেই শেষ?

অম্বা। এই তো আরম্ভ। পরে হইল সংগ্রাম।
অজেয় সে মহাদেব, দেবব্রত রূপী,
শাল্বে মোর অস্ত্রাঘাতে করিলা জর্জ্জর;
স্মরি কুলদেবতায় অতি কষ্টে মোর
নয়ন রাখিনু শুষ্ক; চাহিয়া রহিনু
সেই মুখ, চারি চক্ষু হইলে মিলিত
হাসিলাম, ভীত প্রাণে, উৎসাহ তাঁহার
বাড়াইতে?…কিন্তু সখি অজেয় সে দেব
অবশেষে লভি জয়, বায়ু সম বেগে
চালাইয়া দিলা রথ।…আমি ধরাশায়ী
শাল্ব পানে দুই বাহু করিয়া প্রসার
চাহিনু ঝাঁপিতে,…মোর উত্তরীয় লয়ে
বাঁধি রথে, কহিলেন—"কেন অনুচিত
চেষ্টা হেন, মা, তোমার? ভয় নাই ভীরু,
বিবাহার্থী নহি আমি, উপযুক্ত বরে

অর্পিব সকলে।—"শাল্ব জীবিত কি ?" আমি
চেয়েছিনু জিজ্ঞাসিতে,…অমঙ্গল ভয়
নিরুদ্ধ করিল কণ্ঠ ;…বাহু প্রসারিনু
পিতৃ-গৃহ-অভিমুখে।—কহিলা কৌরব,
"নেহারিবে অবিলম্বে মনোনীত জনে।"—
"মনোনীত ? সে তো শাল্ব—"

রাজ্ঞী। ঘুমা, বৎসে, ঘুমা।

অম্বা। কোথা অম্বালিকা মাতঃ ?

রাজ্ঞী। পতিগৃহে।

অম্বা। তবে
স্বপ্ন মোর—

রাজ্ঞী। স্বপ্ন নহে, দুরদৃষ্ট তব।

অম্বা। "মনোনীত, সে তো শাল্ব। নাথ, অপহৃত
অম্বা তব, ত্বরা করি করহ উদ্ধার"—
কহিলাম উচ্চৈঃস্বরে ; রথ-চক্র-রবে
ডুবে গেল স্বর মোর ; পিছায়ে চলিল
স্বজন, স্বদেশ ; যবে থামিল আবার,
শুনিলাম স্বপ্নে যেন, "বৎসে কুরুরাণি !"—
যথার্থ ঘটনা একি ?…সত্য করে বল
এই কথা, শাল্ব মোর আছে, কি না আছে।

রাজ্ঞী। তোর উপযুক্ত শাল্ব নাই এ ধরায়।

অম্বা। স্পষ্ট করি বল, মাগো, যা আছে বলিতে।

রাজ্ঞী। কাপুরুষ শাল্ব এবে চাহেনা তোমারে,…
বিস্মরণ হও তারে,…হও কুরু বধূ।

অম্বা। জননি গো, করিছেন পরীক্ষা কঠিন
সৌভরাজ,...অম্বা প্রেম করিতে বিচার।
[হঠাৎ প্রবুদ্ধ হইয়া]
আমি কি বলেছি আমি হব কুরুবধূ?
ক্ষিপ্ত হয়েছিনু তবে, ফিরাও সে দূতে—

রাজ্ঞী। ঘুমা বৎসে, ঘুমা।

অম্বা। [চক্ষু মুদিয়া] আয়, আয় চির নিদ্রা!—
[কিয়ৎক্ষণ সকলের নীরবে অবস্থান]

রাজ্ঞী। ঘুমায়েছে বাছা মোর, কহিও না কথা,
গবাক্ষ রুধিয়া দাও। কোন শব্দ যেন
প্রবেশ করেনা হেথা।
[অম্বার ললাট চুম্বন করিয়া প্রস্থান]

অম্বা। কীর্ত্তি, যাও একবার,
দেবল ফিরিল কিনা আন সে সংবাদ।

চতুর্থ দৃশ্য।

অম্বার কক্ষ।

নেপথ্যে। এসেছে দেবল।

অম্বা। [উত্থান পূর্ব্বক] ডাক শুনি তার কথা।

কীর্ত্তি। এস শুভ বার্ত্তা লয়ে, হে বন্ধু দেবল।
[দেবলের প্রবেশ]

দেবল। অপ্রিয় সংবাদ লয়ে এসেছে দেবল,
ক্ষম তারে রাজপুত্রি।

অম্বা। জানি মূল কথা,
কহ তুমি পূর্ব্বাপর, কহ অসঙ্কোচে।

দেবল। সৌভরাজ সভামাঝে, অমাত্য বান্ধব,
বিপ্র ক্ষত্র সকলের সমক্ষে, যখন
আমাদের মহারাজে করিলা ধিক্কার,
আমাদের দ্বিজগণে অবজ্ঞা সহিত
কহিলেন ফিরে যেতে দেশে, ভাবিলাম—
লজ্জা, ক্ষোভ, দ্বেষ উদি তোমার প্রণয়
করিয়াছে আবরণ, ক্ষণেকের তরে ;
সরে যাবে ক্ষণ পরে, চন্দ্রে আবরিয়া
সরে যায় যথা মেঘ। ভাবি এই মনে,
নিরজনে তার সাথে মাগিনু সাক্ষাৎ,
দিনু লিপি।

অম্বা। কেন দিলে ?

দেবল। ভেবেছিনু আরো,
তব প্রেমবশ রাজা তোমার বচন
করিবে প্রত্যয়।

অম্বা। মোরে করে অবিশ্বাস ?

দেবল। জানিনা কুমারি, মুখ দেখিনু গম্ভীর,
অধর কম্পিত, কিন্তু নয়নে তাহার
না দেখিনু ক্রোধ বহ্নি। রহিলা নীরব
বহুক্ষণ, কতবার তুলি মুখ, পুনঃ
নামাইলা, ক্ষুদ্র তব আলেখ্য লইয়া
পার্শ্ব হতে, তার পানে রহিলেন চাহি ;
অতঃপর স্থির কণ্ঠে, কুঞ্চিত ললাটে
কহিলেন,—“এই কথা কহিবে তাহারে

মোর হয়ে।” কেমনেই সে নিষ্ঠুর বাণী
কহি আমি ?—“অভাগিনি, নির্দ্দয় বিধাতা
তব প্রতি।...পিতা তব, দুষ্ট কাশীরাজ,
শত্রু মোর, রাজমধ্যে মোরে লজ্জা দিতে
অজেয় শান্তনু সুতে আনিলা আহ্বানি
স্বয়ম্বরে। তার শাস্তি ভুঞ্জিবেন নিজে,
কন্যা তার এ ভারতে করিবে না কেহ
ধর্ম্মপত্নী। গৃহীতারে করিলে গ্রহণ
আমারে নিন্দিবে লোক।...নিন্দা ক্ষত্রিয়ের
মৃত্যু সম,...মৃত্যু হতে অপ্রিয় অধিক।
নিন্দিত ক্ষত্রের হয় উচিত মরণ,...
অধিকৃতা, প্রত্যর্পিতা রমণীর তথা।”...
এই বলি দুই হাতে শত খণ্ড করি
ছিড়িলেন লিপি তব, ভাঙ্গিলেন সেই
প্রতিকৃতি। মূর্ত্তি ক্রমে হইল কঠোর,
কঠিন প্রতিজ্ঞা ভরে; ত্রিশিখা ভ্রুকুটী
রাজিল ললাটে, যেন অন্তরের ব্যথা
খেদাইতে রোষ ভরে। কহিলেন পুনঃ,—
“বোলো তারে যেই মূর্ত্তি হৃদয় মন্দিরে
পূজিতাম দেবীরূপে, উপাড়িয়া তারে
অতল বিস্মৃতি জলে দিনু বিসর্জ্জন।”—
ক্ষমা কর রাজপুত্রি।

অম্বা। তোমার কি দোষ ?
[স্বগত] প্রাণপূর্ণ, প্রাণপ্লাবী, অনেয় আমার

প্রণয়ের পাইলাম এই প্রতিদান ?···
হায় শাল্ব, কার লাগি উপেক্ষা করিনু
পিতৃবাঞ্ছা ?···এই প্রেম লাগি ?···এই প্রেম !···

দেবল। এক কথা রাজপুত্রি। ধৃষ্টতা আমার
না গণিও। সৌভপতি ঘোর অবিশ্বাসী—
ক্ষুদ্র চেতা, অপরাধী চরণে তোমার,
বিনা দণ্ডে এ সংসারে রবে রাজ সুখে,
অন্তঃপুরে নারী মাঝে করিবে বিহার,
রাজ কন্যাগণ মাঝে তোমারি আনন
হবে লজ্জানত ? দণ্ড তারে করহ বিধান।

অম্বা। তারে দণ্ড দিব ?···সে তো কৃপাপাত্র এবে !

দেবল। শুধু কহ দণ্ড-যোগ্য—দণ্ড-যোগ্য কহ,
আমি তারে দিব দণ্ড।

অম্বা। যাও নিজ কাজে।

[দেবলের প্রস্থান।

অম্বা। [উত্তেজিতভাবে উত্থানপূর্ব্বক]
মোরে অবিশ্বাস করে ?—একি অবিশ্বাস
কিবা অপবাদ ভয় ? আমি তার লাগি
বিসর্জ্জিনু লাজ ভয়, সে আমারে ত্যজে
ভয়ে লাজে। বীর সম না করি উদ্ধার
বিপন্নেরে, ফেলে মোরে অনন্ত বিপদে !
[কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া]
কোথা গেল বিরহ ব্যাকুল প্রেম তার ?—
"অম্বা সিংহাসন-অর্দ্ধে বসিবেন যবে,

জগৎ লুটাবে পদতলে—” সে বিশ্বাস
কিসে গেল ? একি সেই শাল্ব ?…হা হৃদয়,
এই রীতি মানবের।…আপনা বেড়িয়া
রচি ভীরুতার জাল, রহে বদ্ধ হয়ে,
আপন বাসনা, প্রেম, আশা, অভিলাষ,
শিশু হন্ত্রী মার মত বধে নিজ হাতে !
হা ঈশ্বর !

কীর্ত্তি। উপযুক্ত নহে সে তোমার।
মিথ্যা কথা কহিত সে।…প্রেম তব প্রতি
আছিল না কভু তার।…

অম্বা। [রোরুদ্যমানা] ছিল, তার প্রাণে
যতটা সম্ভব থাকা, তার বেশী নয়।…
[কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া]
মানুষের এই রীতি,…মানুষ সর্ব্বত্র
মানুষ,…দেবতা নহে। দেবতাও বুঝি
নর সম অবিশ্বাস্য, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর !…
বিশ্বাস, নির্ভর যার শত খান হয়ে,…
পূজা লয়ে ভেঙ্গে যায় মাটীর দেবতা,
হৃদয়ের বেদীভ্রষ্ট, গড়ায় ধূলায় !
ভগ্ন মনে চেয়ে দেখি, বিস্মিত পরাণে, [চক্ষু মুছিয়া]
নিরশ্রু নয়নে চেয়ে দেখি,…চেয়ে বুঝি
ভেঙ্গেছে স্বপন…মোর ভেঙ্গেছে স্বপন !

পঞ্চম দৃশ্য।

কাশীরাজান্তঃপুর। রাজ্ঞীর পদপ্রান্তে অম্বা আসীনা।

রাজার প্রবেশ।

রাজ্ঞী। জয় আর্য্যপুত্র।

অম্বা। পিতঃ প্রণাম চরণে।

কাশীরাজ। আসিয়াছে দূত মোর হস্তিনা হইতে।
শাস্ত্রবিৎ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, বীর দেবব্রত
অনিচ্ছুক ভ্রাতৃবধূ করিতে অম্বায়,
জানি তারে অন্যপূর্ব্বা। নাহি দোষ তাঁর,
নিয়তির দোষ মম। কি করিব, দেবি?
আবার কি বিবাহের করিব উদ্যোগ?

অম্বা। [সাভিমানে] আর নহে তাত। কবে কোন্ ক্ষত্রবালা
প্রত্যাখ্যাত আপনারে দেখায়েছে যাচি,
জনে জনে, হীনমূল্য, নষ্ট-পণ্য যেন?

কাশীরাজ। অধন্য জনম তব! কাশীরাজ কুলে
নিবিড় কালিমা তুমি!

অম্বা। কোন্ অপরাধে
হেন তিরস্কার পিতঃ? প্রতিকূল বিধি
মান সিংহাসন হ'তে ফেলেছে উপাড়ি
ধরাতলে, ধূলিমাঝে। অঙ্গুলি প্রসারি
গৃহে গৃহে রমণীরা পতি-বহুমতা
কহিছে—"অম্বারে হের।... নৃপতি দুহিতা...
ছিন্ন কন্থা, অতি জীর্ণ পাদুকা সমান

ফেলিয়া দিয়াছে পথে,...কুরু শাল্ব দোঁহে,...
হের তারে।...রাজ-অঙ্কে বসিবার সাধে,
মহিষীর স্তনপান করিবার লাগি
কে চাহে এমন জন্ম ?"...কেহ বা হাসিছে,
কেহ বা ফেলিছে অশ্রু অভাগীর লাগি ;
এ সময়ে তুমি, তাত, তুমি জন্ম-দাতা,
কেন কর তিরস্কার ?—অথবা আমারে
দহিতেছে যে আগুন, তব রুক্ষ ভাষ
সামান্য ইন্ধন তাহে। যে আছ যেথায়
আমারে বেষ্টিয়া, কর মস্তকে প্রহার
দুর্ব্বাক্য অশনি ; দীপ্ত বিদ্যুৎ সমান
হান উপহাস, তীক্ষ্ণ ; ভাঙ্গিয়া, দহিয়া,
চূর্ণ কর, ভস্ম কর, সামান্য নারীর
দেহ প্রাণ, যাই মিলাইয়া পঞ্চভূতে। [রোদন।

রাজ্ঞী। মহারাজ, কত পাপ করেছিনু দোঁহে।

অম্বা। জননি, কেন গো তুমি ঢাল অশ্রুধারা
মোর তরে ? কেন নাহি কর পদাঘাত
এই দেহে,—উপযুক্ত সংবর্দ্ধনা মম।
সুকোমল বক্ষে রাখি বহুদিন মাতঃ,
লালিয়াছ এ শরীর ; তোমার রুধির
স্তন্যরূপে ঢালিয়াছ এই মুখে মম,...
এই কর্ণে সুমধুর বাক্য সুধা তব
বহিয়াছে প্রতিদিন ;...অই আঁখি দুটি,
মূর্ত্তিমান মাতৃস্নেহ, জড়ায়ে আমারে

অক্ষয় কবচে যেন, রাখিয়াছে দূরে
যত অমঙ্গল।···মাগো, স্নেহ যত্ন তব
পড়েছে শ্মশান ভস্মে। অধন্যাজননি,
স্বপনে ও জানিত না সেই অম্বা তব
লজ্জা ক্ষোভে ম্রিয়মাণ করিবে তোমায়। [রোদন]

রাজ্ঞী। উঠ বৎসে! মহারাজ পূর্ব্ব স্নেহভরে
সম্ভাষ অম্বারে তব। কাঁদি কূলে মোরা,
দুঃখিনী তনয়া এই ডুবেছে অতলে।

কাশীরাজ। ডুবেছে অতলে? তবে কেন উঠাইতে
করিছ যতন তারে? এ কলঙ্ক লেখা
মুছে যাক্ চির তরে। কেন করিতেছে,
এ আমার রাজাসন, শ্বেতচ্ছত্র তলে
রাজ-তেজঃ রাহুগ্রস্ত শশধর সম?

অম্বা। [বিস্মিত ভাবে পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া
অতঃপর স্থির কণ্ঠে]
অধিক বিলম্ব নাহি তাত,—মহারাজ,
অম্বার ধিক্কৃত দেহ, কলঙ্কিত নাম
লুপ্ত হবে ধরা হতে,···হইবে বিস্মৃত।
নিবিড় কালিমা এই, এই রাহু,···তব
শুভ্র কুল-কীর্ত্তি-কান্তি রাখিবেনা ঢাকি
বহুদিন। ক্ষত্রিয়ের উত্তপ্ত রুধির
বহিছে শিরায় মম। অভিমান তব
তোমার শোণিত সহ এসেছে হৃদয়ে
অধন্যার; তার সাথে মিশিয়াছে আসি

ঘোর প্রতিহিংসা বহ্নি।··· [ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া]

করি নাই পাপ

জানি আমি, জান তুমি, জানে সৌভরাজ,

জানে ভীষ্ম দেবব্রত। পবিত্র হৃদয়ে

বরেছিনু একজনে হৃদয়-দেবতা,

কোটী সিংহাসন, আর কোটী রত্নাগার

নারিত অচল প্রেম বিচালিতে কভু।

এই প্রেম, এ বিশ্বাস, এই সর্ব্বত্যাগ

মনোনীত, স্বয়ংবৃত সে জনের তরে—

এই তো কলঙ্ক মম ?···

বাজ্ঞী। দুই সিংহাসন

ডাকিছে দুদিক্ হতে, ক্ষুদ্রতর পানে

গিয়াছিলে, মানবের মহত্ত্বের প্রতি

করিয়া বিশ্বাস মাতঃ, আপন মহত্ত্ব

অনুসরি,···অতি দীন অপবাদ-ভয়

দিয়াছে ধূলায় ফেলি,···এই তো কলঙ্ক তোর !

অম্বা। [দৃঢ় স্বরে] ক্ষত্রিয় শোণিতে করিব ক্ষালন

এ কলঙ্ক। তদবধি অম্বার শরীর

হউক পাষাণ।

কাশীরাজ। [সহর্ষে] সাধু এ সংকল্প দেবি,

ক্ষত্রিয় তনয়োচিত। করি আশীর্ব্বাদ,

ভগবান্ সতীপতি করুন তোমারে

পূর্ণকাম। কহ মোরে, কেমনে সাধিবে

এ সংকল্প। কি উপায় করিয়াছ স্থির ?

অম্বা। তপস্যা।···নারীর বল দেহে নহে, তাত।
মনে, প্রতিজ্ঞায়, তার হৃদয়ের তাপে
আছে বল, আছে বজ্র, বিদ্যুৎ, অনল ;
নিরুদ্ধ অশ্রুর ভার সঞ্চিত অন্তরে,
সমুদ্র সমান হয়ে, পারে ডুবাইতে
রাজা, রাজ্য,···পুরুষের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ
করে ক্ষয়।···নারী অম্বা! ক্ষুদ্র বিষধরী
নাশে প্রাণ। বহ্নিকণা করে ভস্মসার
বিশাল নগরী।···ক্ষুদ্র রমণীর ক্রোধ
দহিবে মহান্ ভীষ্মে।

কাশীরাজ। [বিস্মিত ভাবে] শান্তং পাপং। কন্যে
কি কহিছ? ভীষ্মবীর কুটুম্ব আমার,
জামাতা বিচিত্রবীর্য্য যার ভুজবলে
সুরক্ষিত, সুবর্দ্ধিত স্নেহ-ছায়া-তলে।

অম্বা। [সধিক্কার] হায় তাত, সুশীতল সেই ছায়াজাত
কৃশদেহ, শুভ্রমুখ, বীররক্ত হীন
শিশুটিরে কন্যাত্রয় করি সমর্পণ
লভিলে সন্তোষ তুমি। আমি ঘৃণাভরে
ত্যজিয়া আইনু তারে, তাহে রোষ তব
মোর প্রতি—আমি পিতঃ ক্ষত্রিয় কুমারী।

কাশীরাজ। জামাতা বালক নয়, কিন্তু ভীষ্ম যার
শিক্ষক, হবেনা কভু হীন সেই জন
ক্ষত্রোচিত শৌর্য্যবীর্য্যে—জানিও নিশ্চয়।

অম্বা। সুখে থাক্ বোন দুটি। বীর কন্যা তারা,

হোক বীরপত্নী, বীর মাতা, বহুমতা
জগতের,—এ প্রার্থনা করি শিবপদে।
কিন্তু মহারাজ ভয় হয়। বনস্পতি
প্রসারি সহস্র শাখা, আপন মাথায়
ধরি বর্ষবাত, ধরি আতপ শিশির
আপনি সুদৃঢ় হয়; ছায়া তলে যত
থাকে তরুশিশু, নাহি সহে ঝঞ্ঝাবাত,
খরতাপ, ঘনবর্ষা,—বাড়িতেও নারে।
দাঁড়াতে শিখেছে যেই ভীষ্মে ভর করি,
আপনার পায়ে সে কি দাঁড়াইবে কভু?
সিংহাসনে খেলেছে যে শৈশবের খেলা—
ক্রীড়া আর রাজ-কৃত্যে, রাজ্যে লীলাগৃহে,
সন্দেহ, পার্থক্য জ্ঞান হবে কি না তার।
রাজদণ্ড, রাজচ্ছত্র, রাজ সিংহাসন
হারায়েছে যে গৌরব শিশুর নয়নে,
তাহার যৌবনে তাহা ফিরিবে কি আর?

কাশীরাজ। ভাল হ'ত শাল্বে যদি অজ্ঞাতে আমার
ভাল না বাসিতে তুমি। সেই নরাধম
ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে তোমায়।

অম্বা। উপযুক্ত কাজ করেছেন শাল্বরাজ।
কোন্ ক্ষত্রবীর পরকরস্পৃষ্টা নারী
করিবে গ্রহণ? শুধু দেহখানি লাগি
যা কিছু নারীর মূল্য, সেই দেহ দেখি
আসে ক্রেতা, বীর্যশুল্কা লয়ে যাবে কিনে

শুদ্ধ দেহ-বলে ; নাহি করিবে জিজ্ঞাসা
আছে কিনা আছে হিয়া—থাকিলে, কাহারে
চাহে, রুচি তার রূপে, কিবা বিত্তে, কিবা
শাস্ত্রজ্ঞানে, কিম্বা খেলাইতে শিশুসাথে।
হৃদয় বিশ্বস্ত কিনা কে চাহে জানিতে ?—
হাতে ধরি ভীষ্ম মোরে উঠাইলা রথে,
কনিষ্ঠ ভ্রাতার বধূ করিবার তরে,
অতএব ঘৃণ্যা আমি—অস্পৃশ্যা শাল্বের !

কাশীরাজ। করেছেন উপযুক্ত কাজ সৌভরাজ
করি প্রত্যাখ্যান তোমা ?

অম্বা। উপযুক্ত কাজ
করেছেন কাশীরাজ—বীর্য্যশুল্কা করি
কন্যাগণে ? কেন নাহি দিলে অধিকার
বরিবারে নিজ নিজ মনোনীত জনে ?

রাজ্ঞী। কেন আর গতানুশোচন ? এস বৎসে,
ধর ধৈর্য্য, মাতা তব পূজিবে শঙ্করে
প্রতিবিধানিতে এই ঘোর অমঙ্গল।
চল বৎসে, বেলা হ'ল, শুকায়েছে মুখ।

অম্বা। অম্বা নহে লালনীয়া।

রাজ্ঞী। কি কহিছ বাছা ?

অম্বা। রাজগৃহ, সুখভোগ, মাতৃস্নেহ—তা'ও
চলিলাম বিসর্জ্জিয়া, যত দিনে নাহি—

কাশীরাজ। যত দিনে নাহি—?

অম্বা। সাধি ভীষ্মের বিনাশ।

কাশীরাজ। কি করিলা ভীষ্ম ?

অম্বা। সর্ব্বনাশ রমণীর।
সরল হৃদয়, তার অজ্ঞতা জনিত
অনাবিল শান্তি, হত অনুগামী মোর
শ্মশান অবধি। বিনা দেবব্রতে আর
কাহারে দূষিব আমি ? কার বীর্য্যবল
সিংহ ভবিষ্যদ্বধূ বেঁধে লয়ে গেল
ক্ষুদ্র শশকের তরে ?—হেন অপমান
সহিবে ক্ষত্রিয় সুতা ? জানিতাম যারে
বীরসিংহ প্রমাণিল তারে কাপুরুষ,
হেন অপকার আর আছে কি জগতে ?

কাশীরাজ। হেন উপকার, বল, কি আছে জগতে।
ভ্রান্ত ছিলে, পেয়েছ চেতন ; ভেবে দেখ
কেমন চরিত্র কার, কে যে শত্রু তব।

অম্বা। মহান্ ভীষণ ভীষ্ম—উদার প্রকৃতি,
সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, দেবর্ষিপ্রতিম,
নাহি মানবের হিয়া বাসনা পিপাসা ;—
ভীষ্ম, যেই কোন দিন কোন রমণীরে
করে নাই প্রেমদান, করিবেনা কভু,
জানে নাই, জানিবেনা,—ধিক্ জন্মতার,—
গভীর রমণী প্রেম সমুদ্রের মত,
জানিবে রমণী ক্রোধ, পর্ব্বত বিদারী
অগ্ন্যুৎপাত,—সেই ভীষ্ম অরাতি আমার।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ঋষি মুনিগণের আশ্রম। সম্মুখে জনৈক মুনি, কিছু দূরে বৃক্ষতলে
পত্নী ও কন্যাসহ ঋষি মাণ্ডব্য।

অম্বার প্রবেশ

অম্বা। এই তপোবন? হেথা তপস্বী তোমরা
সর্ব্বজন?

মুনি। সুকুমারি, তপস্বী আমরা।
কহ, কোন কার্য্য তব করিব সাধন।

অম্বা। শিখাও তপস্যা মোরে। আর কিছু নয়।

মুনি। বনাশ্রম প্রিয়ম্বদে, নহে যোগ্য বাস
তব এ বয়সে। যদি দুর্লভ বাঞ্ছিত
থাকে কিছু, কহ, মোরা তপস্যার ফল
অখণ্ড করিব দান, সুলভ্য করিতে
প্রার্থিতব্যে।

অম্বা। শুনিয়াছি তপস্যার ফলে
সব হয়। কল্পতরু ইন্দ্রের উদ্যানে,
মূল তার ধরণীতে তপঃরূপে স্থিত ;—
ক্ষত্র বিশ্বামিত্র বিপ্র, তপস্যার বলে,—
তপস্যা প্রভাবে জয় করে অসুরেরা
সুরলোক, পদানত করে দেবগণে।

মুনি। তপস্যা কিসের লাগি?

অম্বা। লজ্জা, অপমান

প্রক্ষালিতে, আর সুখে বধিতে তাহারে,
বধিয়াছে যে আমার ইহ জীবনের
সব সুখ।

মুনি। মনস্বিনি, বধ যোগ্য সেই
তোমারে যে ব্যথিয়াছে। কিন্তু ত্রিজগতে
কে এমন ক্রূর জন, স্বেচ্ছায় যে করে
হেন কাজ? ক্রীড়া কিবা উপহাসচ্ছলে
কেহ কি কহিলা তোমা বাক্য অনুচিত?

[কথা বলিতে বলিতে উভয়ের মাণ্ডব্যের সম্মুখে গমন।]

অম্বা। বাক্য নহে পিতঃ! কিন্তু চিন্তাবাক্যখ্যাতি
নৃশংস একটি কর্ম্ম। তপস্বী তোমরা
নির্ম্মৎসর, মোক্ষ লাগি কর কৃচ্ছ্র তপঃ,
তথাপি মানব যদি তোমাদের মাঝে
থাকে কেহ, মহাতপা, তেজস্বী কোপন,
পেয়েছে যে তীব্র শোক,—যার মর্ম্মস্থল
হইয়াছে বিদ্ধ, ক্ষত, নির্ভর পীড়িত,—
যার তপস্তেজ উগ্র প্রতিহিংসানলে
প্রথম হয়েছে দীপ্ত—যদি থাকে হেন—
লয়ে চল তার ঠাঁই, হইব দীক্ষিত।

মাণ্ডব্য। হেথা কেহ নাহি হেন। শান্ত এ আশ্রমে
যে চাহে করিতে বাস, পূর্ব্ব জীবনের
রাগ দ্বেষ হিংসা বহ্নি নিবায়ে সে আসে।

অম্বা। ক্ষত্র কন্যা, হিংসা দ্বেষ শোণিতে আমার।
তবে, দেব, স্থান মোর হবেনা হেথায়?

মাণ্ডব্য। অয়ি কন্যে, গৃহে, বনে, পথে কি পাথারে
স্থান করি দিবে তোমা, দেবতা দুর্লভ
রূপ তব। কিন্তু হেথা তোমারে রাখিতে
তোমারি লাগিয়া ভয় পাই। এ বয়সে,
এই রূপরাশি লয়ে সর্ব্বত্র বিপদ,
তব পিতৃগৃহ বিনা—অব্যূঢ়া যে তুমি।

অম্বা। কে জানালে সে সংবাদ?

মাণ্ডব্য। বৃদ্ধের নয়ন।

অম্বা। আমি দেব, পিতৃগৃহে ফিরিব না আর।
সুখ থাকে সিংহাসনে, দুঃখ আসে বনে,
লজ্জা মাতৃ ক্রোড় ত্যজি ঝাঁপায় শ্মশানে।

ঋষিপত্নী। থাক হেথা কিছু দিন, এ সন্তাপ তব
শীতল আশ্রম বায়ু দিবে জুড়াইয়া।

ঋষিকন্যা। রহ গো ভগিনি, আমি ফল মূল আনি
যোগাব আহার তব, পত্র পুষ্প দিয়া
সাজাব তোমারে।

মাণ্ডব্য। [কন্যার প্রতি] বৎসে আন পাদ্যাসন।
কি সৌভাগ্য, আসিছেন আশ্রম দর্শনে
রাজর্ষি হোত্রবাহন, কর্ত্তব্য সংশয়ে
উজ্জ্বল বিবেক সম। স্বাগত, স্বাগত—

[হোত্রবাহনের প্রবেশ এবং ঋষিকন্যা কর্ত্তৃক পাদ্য ও আসন দান।]

হোত্রবা। [উপবেশন পূর্ব্বক] কুশল এ আশ্রমের?

মাণ্ডব্য। তব আশীর্ব্বাদে
সর্ব্বত্র কুশল, কিন্তু আজি অকস্মাৎ

শোকার্ত্ত এ কন্যা আসি সকল হৃদয়
করেছেন অশ্রুসিক্ত।

হোত্রবা। কাহার বালিকা?
[স্বগত] মনে হয় আমি যেন দেখেছি ইহারে
কোন জন্মান্তরে—কিম্বা এ জন্মেই হবে।
এ কি সে আমারি কন্যা? শুভ্র সে ললাট,
আয়ত সে চক্ষু, ক্ষুদ্র সে অধর পুট,
সেই গ্রীবা ভঙ্গী! তারে এমন বয়সে
করেছিনু সম্প্রদান। হয়তো এখন
এমনি কন্যার মাতা। সাদৃশ্যে তাহার
চঞ্চল হইছে প্রাণ। দীর্ঘ বনবাসে
কত কাল গেল, তবু স্নেহের বন্ধন
পারি নাই ছিঁড়িবারে। [প্রকাশ্যে] কহ তপোধন
কাহার এ কন্যারত্ন—

অম্বা। [হোত্রবাহনের পদতলে পতিত হইয়া]
হে রাজর্ষি, আমি
কাশীরাজ সুতা অম্বা।

হোত্রবা। কাশীরাজ সুতা?
আয় বৎসে, আয় তোর মাতামহ ক্রোড়ে।
গৃহত্যাগী বহু কাল, আজ বনাশ্রমে
হেরিনু দৌহিত্রী মুখ। কিন্তু কোন দুঃখে
আইলি হেথায় বৎসে?

অম্বা। তিন দুহিতারে
বীর্য্যশুল্কা করেছিলা জনক আমার।

আমি মনে বরেছিনু যারে, সে জনায়
পরাজিয়া, হস্তিনায় লয়ে গেলা সবে
দেবব্রত। আমি যবে কহিলাম তাঁরে—
বরিয়াছি সৌভরাজে, দিলা ফিরাইয়া।
কিন্তু সৌভরাজ মোরে অন্যপূর্ব্বা বলি
করেছেন প্রত্যাখ্যান।—এই অপমান
সহিব কি মাতামহ, মাথা নত করি ?
রোষ দ্বেষ হিংসা আমি নয়নের জলে
পারি না নিবাতে। মোর যত অপমান,
জীবনের যত লজ্জা—প্রক্ষালিব আমি
অশ্রুহীন তপস্যা অনলে।

হোত্রবাহন। দেবব্রত ?—
সে যে ভার্গবের শিষ্য। ভার্গব আমার
পরম সুহৃৎ। বাছা কোন ভয় নাই,
চল তুমি মোর সাথে মহেন্দ্র পর্ব্বতে,
যেথায় পশুরাম। তোমার বাসনা
পুরাবেন সখা মোর।

অকৃতব্রণের প্রবেশ।

অকৃত। তোমারে দেখিতে
হে রাজর্ষি, আসিছেন জামদগ্ন্য রাম।

হোত্রবা। সৌভাগ্য আমার। আমি দর্শনার্থী যাঁর
দেখিতে এলেন তিনি ; তাপিত ধরায়
মেঘ নিজে নেমে আসি তৃষ্ণা দূর করে।
এস কন্যে, দুঃখ আর রবেনা তোমার।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মাণ্ডব্য ঋষির আশ্রম। ঋষি মাণ্ডব্য, পরশুরাম অকৃতব্রণ ও অম্বা।

অম্বা। সকলেরি দোষ ছিল,—আমার, শাল্বের,
পিতার, ভীষ্মের আর। কেন একা আমি
সকলের দণ্ডভার করিব গ্রহণ?
প্রতিজ্ঞাত, প্রতিশ্রুত, সম্পদ গৌরব,
ধন মান, যত যার রবে পূর্ব্ববৎ,
সংসার চলিবে সম ভাবে, মোরে ফেলে,
আমারি সকল সুখ চূর্ণ হয়ে যাবে?—
তা কভু হবে না।

পরশু। বল দণ্ডিব কাহায়।
শাল্বে আনি, সুবদনে, দিব কি চরণে
দাস রূপে?

অম্বা। [ঘৃণাভরে] কাপুরুষ, বিশ্বাস ঘাতক,
দাস হইবারও নহে যোগ্য।

পরশু। তবে বল
ভীষ্মবীরে—

অম্বা। দাও শাস্তি।

পরশু। তোমার শাসন
লইবে সে তব হস্তে। আমি গুরু তার,
সন্তান বাৎসল্যে তারে করেছি পালন
বহুকাল; মুহূর্ত্তের তরেও সে কভু
দেখে নাই রোষ-কষায়িত দৃষ্টি মোর,

যদিও সকলে রামে ক্রুদ্ধ বলি জানে।
সুশীল সে, সুবিনীত, অতি শ্রদ্ধাবান্
মোর প্রতি। এই তব সুকোমল করে
আমি সঁপে দিই তারে, কর অতঃপর
যা হয় বিচারে তব।

মাণ্ডব্য। সে কৌমারধর—

অম্বা। ভার্গব, তাহারে তুমি করগো নিপাত।

পরশু। দেবব্রতে দেখেছ কি বালা? অত্যুন্নত
সরল আকৃতি তার, প্রশস্ত ললাট,
সুবিশাল উরঃস্থল, দৃঢ় বাহুযুগ,
অভিরাম গৌর কান্তি, প্রশান্ত আনন
সুখে দুঃখে।

অম্বা। যুদ্ধোন্মাদে উজ্জ্বল, আয়ত
ঘন কৃষ্ণ চক্ষুঃ দুটি করে বরিষণ
বিদ্যুতাগ্নি; দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর খুলি
রুদ্ধ জয়োল্লাস ধীরে বাহিরিয়া আসে
অতি মৃদু হাস্যরূপে, যুদ্ধ শেষে; তাও
মুহূর্ত্তে মিলায়ে যায়। দেখেছিনু, অতি
অযতনে অস্ত্রভার ফেলি পৃষ্ঠদেশে,
হস্তোপরি রাখি হস্ত, নীরব গম্ভীর
ছিলা বসি,—তুচ্ছ করি বিজয় গৌরব,
উপেক্ষা করিয়া যেন দৃষ্ট বর্ত্তমান,
অদৃষ্ট ভবিষ্য কিম্বা অভবিষ্য পানে
ছিল বদ্ধ শান্ত দৃষ্টি, ধরা অতিক্রমি।

মাণ্ডব্য। বরাঙ্গিনি, বাক্যে তব গুণপক্ষপাত
ধরা পড়ে, তবে কেন দ্বেষ ভীষ্ম প্রতি ?
শাল্ব শান্তনুজে বালা পার্থক্য বিস্তর।

অম্বা। বিস্তর পার্থক্য তাত। শাল্ব সে মানব।
আছে এ জগতীতলে শাল্ব শত শত—
মিষ্টভাষী, অভিমানী, সুন্দর, বাচাল,
নহে শৌর্য্য বীর্য্যহীন, অথচ শঙ্কিত
লোকভয়ে, লোকপ্রথা মানে নতশিরে।

মাণ্ডব্য। ভীষ্ম হিমালয় সম আপন গৌরবে
দাঁড়াইয়া, চিরদিন প্রশান্ত, অটল।

অম্বা। কেন সে নির্ভীক ভীষ্ম, প্রশান্ত জলধি,
দেখাইলা এ পার্থক্য ? বাল সূর্য্য হেরি
নক্ষত্র নিকর যথা, নিষ্প্রভ হইল
বীরবৃন্দ, শাল্ব, মদ্র, চেদি, চেকিতান—
তবু জিজ্ঞাসিছ কেন দ্বেষ তার প্রতি ?

পরশু। তুমি তার একমাত্র উপযুক্তা নারী,
উপযুক্ত ভর্ত্তা তব নাহি ভীষ্ম বই।

মাণ্ডব্য। ভীষ্ম বীর সত্য বদ্ধ, পারেনা করিতে
ভার্য্যা পরিগ্রহ—

পরশু। ওহে, ক্ষত্রিয় তনয়
সত্যবদ্ধ, মিথ্যাবদ্ধ, নাহি বাধা তার
ভার্য্যা পরিগ্রহ পথে। অম্বা দেবব্রত
জনক জননী হলে হইবে সন্তান
সসাগরা ধরণীর অদ্বিতীয় স্বামী।

ভীষ্মসম বীরসিংহ, অম্বা সম নারী
কুমার কুমারী রবে, ক্ষুদ্র পুরুষেরা
বিশাল ধরণী বক্ষঃ ক্ষুদ্র জীবিদলে
নিয়ত করিবে পূর্ণ ?

মাণ্ডব্য। সমস্ত জগৎ
জানে সে কঠিন সত্য। পিতৃ সুখ তরে
বিসর্জ্জিয়া নিজসুখ, বীর দেবব্রত
করিলা প্রতিজ্ঞা—"দারা রাজ্য এ জীবনে
লইবনা কোন দিন।"

পরশু। আমি গুরু তার,
মানিতে হইবে মোরে জনকেরি মত।

অক্বত। না যদি সে মানে ? তার স্পর্দ্ধা দিনে দিনে
বাড়িতেছে অনুচিত।

পরশু। [সস্নেহ হাস্যে] নিশ্চয় মানিবে।
বালিকে, ভীষ্মের শির, উন্নত, উদ্ধত
লুটাইবে তব পদতলে।

অক্বত। তাই হোক্।

মাণ্ডব্য। সত্য ভঙ্গ বীর পক্ষে অতি অসম্ভব।

পরশু। নহে অতি অসম্ভব এ পরশুঘাতে
কণ্ঠের ছেদন তার। লবে সে অম্বায়
অথবা মরিবে—এই কহিনু নিশ্চয়।

অক্বত। ক্ষত্রিয়ের ব্রহ্মচর্য্য ! অর্থহীন কথা।

অম্বা। [স্বগত] অর্থহীন নহে কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালন
ক্ষত্রিয়ের, হউক সে পুরুষ কি নারী।

অকৃত। রামের প্রতিজ্ঞা রাম করুন পালন,
অনুচিত ঔদ্ধত্যের করিয়া সংহার—
আশ্রিতে অভয় দিয়া—নিগৃহীতে করি
অনুগ্রহ—অত্যাচারী করিয়া দণ্ডিত।

তৃতীয় দৃশ্য।

হস্তিনার রাজান্তঃপুর। দ্বারে সত্যবতী। ভীষ্মের প্রবেশ।

ভীষ্ম। মাগো, উপস্থিত আজ গুরুদেব মম
তোমার অতিথি রূপে। করি যথোচিত
সংবর্দ্ধনা, তুষিবে তাঁহারে। চাহিছেন
দরশন তব, কোন গূঢ় প্রয়োজনে;
সাবধানে শুনি কথা, যা হয় বিহিত
করিবে তা। ঋষি-বৃদ্ধ দয়ালু যেমন,
তেমনি কোপন, ক্রূর।

সত্য। কি নাম তাঁহার?

ভীষ্ম। ভার্গব পরশুরাম, জমদগ্নি সুত।

সত্য। [ভীত কণ্ঠে] রক্ষা কর পুত্র মোরে। ক্ষত্র-কুল-কাল
পরশুরামের সাথে কি কাজ আমার?

ভীষ্ম। তাঁর কাজ তব সনে, বলেছেন তিনি।

সত্য। হবেনা তোমাকে দিয়া? আমি ভয় পাই,—
কি জানি, সে ক্রুদ্ধ হয়ে যদি অকারণ
বিচিত্রবীর্য্যের কোন করে অমঙ্গল।

ভীষ্ম। বিনা দোষে ক্রোধ তাঁর হয় নাই কভু।
ভয় নাই দেবি, ভীষ্ম নহে বহু দূর।

সত্য। দাও তবে পাঠাইয়া।

ভীষ্ম। যে আজ্ঞা, জননি। [প্রস্থান।

পরশুরামের প্রবেশ।

সত্য। প্রণমি হে ঋষিবৃদ্ধ। বহু ভাগ্য ফলে
তব দরশন লাভ।

পরশু। [মৃদু হাস্যে] ভাগ্যবতী তুমি
তাহাতে সন্দেহ নাই। শান্তনু-বনিতা
পাইয়াছ দেবব্রতে জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপে।

সত্য। পুত্র রূপে, পিতৃ রূপে, মন্ত্রী রূপে আর।

পরশু। কিন্তু দেবি, এক অতি দেখি অনুচিত
বিধান এদেশে। জ্যেষ্ঠ অগৃহীত দার,
কনিষ্ঠে বিবাহ দিলা জননী হইয়া—
এ কেমন কথা রাণি?

সত্য। লজ্জিত অতীব
সে কারণে চিরদিন। জনক আমার
মোর বিবাহের পূর্ব্বে যেই অঙ্গীকার
করাইলা দেবব্রতে, তাহাতে আমার
চান নাই অভিমত।

পরশু। সে তো অতীতের;
বর্ত্তমানে তুমি কেন কহনা তাহায়—
"বৎস তুমি জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা শান্তনুর,
কর কুরুকুল রক্ষা।"

সত্য। ভয় হয় মোর
কহিতে এমন কথা। দেবতুল্য তিনি।
যদিও জননী আমি, বাৎসল্যের সাথে
ভক্তি তাঁরে দিই, চলি উপদেশে তাঁর।
হে ভার্গব, ছুঁয়ে এই তোমার চরণ
স্বপুত্র-শপথ করি কহি সত্য কথা—
শান্তনুর জ্যেষ্ঠ সুত করুন গ্রহণ
রাজ্য ভার্য্যা, আর যত ন্যায্য অধিকার,
তাহে কোন দুঃখ নাই,—কোন দুঃখ নাই,
বরং আনন্দ তাহে, শান্তি পাই প্রাণে।

পরশু। শান্তি পাও প্রাণে? তবে প্রাণে কি তোমার
রয়েছে অশান্তি দুঃখ?

সত্য। কি বলিব প্রভু,
কি অশান্তি। নারী আমি, জননীর জাতি।

পরশু। অশান্তি কিসের লাগি?

সত্য। মাতা নাই যার,
তার মাতৃপদ লভি, সিংহাসন হতে
দিনু তারে নামাইয়া, বংশের তিলকে
নির্ব্বংশ রাখিতে হল—এ মহাপাপের
আমি কি পাবনা শান্তি?

পরশু। অয়ি স্নেহময়ি,
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে।

সত্য। বলে দাও।

পরশু। তোমার জনক যাহা করেছেন, তাহা

ছিল অনুচিত ; তুমি কর প্রতীকার
মুক্তি দিয়া অঙ্গীকার হতে দেবব্রতে।

সত্য। আমি তাঁরে বাঁধি নাই কোন অঙ্গীকারে।

পরশু। বল আজ সেই কথা। বল আজ তারে—
"গৃহী হও, ভার্য্যা লও।" বিচিত্র বীর্য্যেরে
আনি দিলা দুই কন্যা, কাশী নৃপতির ;
জ্যেষ্ঠা অম্বা,—তুমি দেবি দেখ নাই তারে ?

সত্য। দেখেছি। সে কন্যা বটে, সুযোগ্যা ভীষ্মের—
সুদর্শনা, তেজস্বিনী, মনস্বিনী তিনি,
কিন্তু সৌভরাজে বদ্ধ অনুরাগ তাঁর।

পরশু। গেছে তাহা ভগ্ন হয়ে। মোর মনে হয়
সর্ব্বজয়ী ভীষ্মে তার আছে, কিম্বা হবে
দৃঢ়তর অনুরাগ। [উচ্চৈঃস্বরে]
বৎস দেবব্রত !

ভীষ্মের প্রবেশ।

ভীষ্ম। কি আদেশ প্রভো ?

সত্য। [অগ্রসর হইয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে] ক্ষম, পুত্র দেবব্রত
অতীতের সব দোষ। অনুরোধ এক
কর রক্ষা। বল পুত্র, রাখিবে বচন।

ভীষ্ম। স্মরণ কি হয় মাতঃ, এ পুত্র তোমার
অমান্য করেছে আজ্ঞা ?

সত্য। তবু বলে রাখি,
প্রিয় কি অপ্রিয় হোক, আজ যাহা বলি
রাখিবে তা।

ভীষ্ম। রাখিব তা, ধর্ম্ম রক্ষা করি
পারি যা রাখিতে। মোর জীবন, মরণ,
ইহকালে যাহা কিছু সুখ স্বার্থ আছে,
সব দিতে পারি, দেবি, এই টুকু রেখে।
সত্য। মোর অনুরোধ বৎস, গৃহী হও তুমি।
থাক্ কুরু সিংহাসন ; নিজ ভুজবলে
নিতে পার কেড়ে কিম্বা গড়ে সিংহাসন
আর শত রাজ্য, হস্তিনা কি ছার।
তাও যদি লও তুমি, না দিয়া অনুজে,
আমি কাঁদিবনা দুঃখে, কনিষ্ঠ তোমার
কহিবে না কোন কথা। তুমি আমাদের
সকলের প্রভু, মোরা আশ্রিত তোমার।
ভীষ্ম। বোলোনা জননি, হেন বাক্য অনুচিত।
কেমনে ভুলিলে দেবি প্রতিজ্ঞা আমার ?
সত্য। আমার সুখের লাগি যে প্রতিজ্ঞা বাণী
করেছিলে উচ্চারণ, সুখ যদি যায়
তার ফলে, ব্যর্থ হবে উদ্দেশ্য তাহার,—
ব্যর্থ সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা।
ভীষ্ম। তর্ক নাহি চলে
তব সাথে। এ আলাপে নাহি প্রয়োজন।
সত্য। কি কহিব ? বাক্য মোর ব্যর্থ চিরদিন।
"বালিকা কি বোঝ তুমি ?"—কহিতেন পিতা,
"নারী তুমি সব কথা কোরোনা জিজ্ঞাসা"—
বলিতেন পতি। আজ পুত্র দেবব্রত

নহেন সম্মত তর্কে।

ভীষ্ম। মাতঃ ক্ষমা কর।
একটি প্রসঙ্গ এই পরিত্যাজ্য মোর।

পরশু। কেন বৎস? গুরু আমি শস্ত্রে, শাস্ত্রে তব—
আমি কি অধর্ম্মে মতি দিব শিষ্যে মম?

ভীষ্ম। ধর্ম্মাধর্ম্ম সব দেব আপনার মনে।
আমার যা ধর্ম্ম তাহা বলিছে আমারে
মোর অন্তরাত্মা।

পরশু। বৎস, দেখ বিবেচিয়া
এই টি প্রথমে। তুমি কেন করেছিলে
ভীষণ প্রতিজ্ঞা সেই। যেই প্রয়োজনে
করেছিলে, হয়েছে তা সিদ্ধ কি না এবে।
তোমার পিতার সুখ দিয়াছ তাঁহারে,
দাসরাজ দৌহিত্রেরে দিয়াছ হস্তিনা।
হস্তিনার রাজ্য ছেড়ে চলে যদি যাও
রাজ্যান্তরে, প্রতিজ্ঞাত ব্যর্থ নাহি হবে।
আমার প্রস্তাব এই, শুন মন দিয়া,
দেবব্রত। কাশীরাজ জ্যেষ্ঠা কন্যা দিয়া
করুন জামাতা তোমা, উত্তরাধিকারী
আপনার।

ভীষ্ম। রাজ্য দারা এ জন্মে আমার
নহে গ্রহণীয়, দেব।

পরশু। দেখ বিচারিয়া—
বীর্য্যশুল্কা কন্যা ছিল বীর প্রতীক্ষায়;

তুমি যবে বীর্য্য বলে হরিলে তাহারে,
তোমার উচিত হয় তাহার গ্রহণ,
বিশেষ অপরে যবে অবজ্ঞার ভরে
দেয় তারে ফিরাইয়া, অন্য-পূর্ব্বা বলি।
বীর তুমি। বীর ধর্ম্ম বিপন্ন পালন,
রাখা রমণীর মান। এত কি কঠোর,
নির্ম্মম তোমার চিত্ত? নয়ন তোমার
এত অন্ধ, মুগ্ধ নহে সৌন্দর্য্যে অম্বার?

ভীষ্ম। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

পরশু। বালকের করে
দিতে তুমি গিয়াছিলে তেজস্বিনী নারী;
সিংহাসন হতে তারে আনিয়াছ টানি
পথের ধূলার মাঝে;—অধর্ম্ম এ নহে?
তারে যদি তুলে ধর, সুখী কর তারে,
লোকান্তরে পিতৃগণ, এ লোকে স্বজন
সকলে হবেন সুখী। জাহ্নবী-নন্দন,
ভেবে দেখ।

ভীষ্ম। দেখিতেছি, কার্য্য অনুচিত
করিয়াছি অজ্ঞানেতে। বিচারে তোমার
দাও যা উচিত দণ্ড, লব নত শিরে।

পরশু। এ দণ্ড মধুর হবে, বৎস, প্রিয়তম,
বিবাহ উৎসবে হবে প্রায়শ্চিত্ত তব।

ভীষ্ম। তাহা ছাড়া যত দণ্ড আছে, তাই দাও।

পরশু। কেন এ নির্ব্বন্ধ দৃঢ়?

সত্য। করি স্নানাহার,
সুস্থ হোন্ ভগবন্। শান্ত সন্ধ্যাকালে
সবে জাহ্নবীর তীরে মিলিব আবার,
স্থির হবে কি কর্ত্তব্য।

পরশু। যা ইচ্ছা দেবীর।

[ভীষ্ম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

ভীষ্ম। রাজ্য ও রমণী ভীষ্ম করিয়াছে ত্যাগ।

চতুর্থ দৃশ্য।

সন্ধ্যাকাল, নদীতীর।

সত্যবতী, পরশুরাম, পত্নীদ্বয়সহ বিচিত্র বীর্য্য ও ভীষ্ম এবং ধৌম্য।

সত্য। মা বলিয়া যার তুমি বাড়ায়েছ মান,
আজ তার অপমান করিও না বীর,
রাখ অনুনয়।

বিচিত্র। আর্য্য, রাখ অনুজের
বিনীত প্রার্থনা। জ্যেষ্ঠ, পিতৃতুল্য তুমি,
রক্ষক, শিক্ষক, প্রভু,—গেলে অপুত্রক
বিমুখ হবেন মোরে স্বর্গে পিতৃগণ।

অম্বিকা। রাখ আর্য্য সকলের এক অনুরোধ।

অম্বালিকা। আমাদের দিদি, তিনি বড় স্নেহময়ী—

ধৌম্য। তোমার বিবাহে প্রীত বিমাতা তোমার,
পরন্তপ, ইথে দোষ স্পর্শেনা তোমায়।

ভীষ্ম। জনক শান্তনু আর জননী জাহ্নবী
এ দুজন নাহি হেথা। স্মরি তাঁহাদের
মহৎ চরিত্র আর স্নেহ সুগভীর,
আমি হব যোগ্য পুত্র, করিব পালন
স্ব প্রতিজ্ঞা। ফেলে দিনু তুচ্ছ দুটি সুখ,
পূরাইতে পিতৃবাঞ্ছা ; লোভী শিশু সম
স্খলিত মিষ্টান্ন টুকু ভূমিতল হতে
কুড়াইয়া, পূরিব কি মুখে চুপি চুপি ?
দিয়াছি যা দিয়াছি তা, লইব না আর,
প্রতিজ্ঞা অলঙ্ঘ্য মোর।

পরশু। [ক্রুদ্ধ স্বরে] পরশুরামের
আদেশ অলঙ্ঘ্য নহে ? বুঝিয়াছ ভাল !

ভীষ্ম। আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য করিতাম আমি,
আপনার কাছে মোরে বিশ্বাস ঘাতক
না যদি করিত তাহা।

পরশু। এ যুক্তি তোমার
আমি বৃদ্ধ, নাহি বুঝি। দেখি ফলাফল
আমি সদা করি কাজ। একবিংশ বার
নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছি ধরণীরে আমি,
শাস্তি দিতে ঔদ্ধত্যের। বাসনা আমার
পূরা বৎস। বৃদ্ধ মোর সুপ্ত ক্রোধানলে
দিস্ না আহুতি, তোরে বলি বার বার।

ভীষ্ম। অক্ষম এ দাস, তব পূরাতে বাসনা।

পরশু। সক্ষম এ বাহু মোর ভুলিও না তাহা।

ভীষ্ম। যেই হস্ত বর্ষিয়াছে বহু আশীর্ব্বাদ
এই শিরে, বজ্ররূপী হয়ে যদি আসে,
নাশে মোর প্রাণ, আমি তবু পারিব না
ভাঙ্গিতে প্রতিজ্ঞা মম, কহিনু নিশ্চয়।

পরশু। এই তব দৃঢ় পণ?

ভীষ্ম। এই দৃঢ় পণ।

পরশু। [ক্রোধভরে] এস তবে শিষ্যাধম, ক্ষত্র দুর্ব্বিনীত,
এস যুদ্ধে।

ভীষ্ম। [মৃদু হাস্যে] পূরাইতে এ বাসনা তব
নহে অনিচ্ছুক শিষ্য।

পরশু। পাষণ্ড! বর্ব্বর!

ধৌম্য। ভার্গব, সংহর ক্রোধ। যুদ্ধ যদি হবে,
হোক্ যথারীতি যুদ্ধ। কেন বাক্যব্যয়
ধৈর্য্যক্ষয়?

ভীষ্ম। গুরুদেব, অভিমত যদি,
কুরুক্ষেত্রে হবে যুদ্ধ, নিশা অবসানে।

পঞ্চম দৃশ্য।

হস্তিনা। প্রাসাদ সম্মুখে চত্বর। দূরে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক স্বস্তিবাচন।
মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি হস্তে সত্যবতী দণ্ডায়মানা।
একপার্শ্বে সপত্নীক বিচিত্র বীর্য্য।

অম্বালিকা। [জনান্তিকে] আর্য্যপুত্র কুরুক্ষেত্রে তবে যুদ্ধ হবে?
দিদি আসিবেন সেথা? যাব কি আমরা?

অম্বিকা। দিদি—হায় কি যে হ'ল, কি যে হবে তাঁর!
চল সকলেই যাই কুরুক্ষেত্রে।

বিচিত্র। সেথা
গিয়া, কি দেখিবে বল। থাক তার চেয়ে
জননীর সাথে হেথা, কর দেবপূজা,
আর্য্যের মঙ্গল মাগি।

অম্বিকা। সেই রণ স্থলে
কে আর থাকিবে নাথ?

ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ,
যার ইচ্ছা, দেখিবারে থাকিবেন দূরে।

অম্বালিকা। অই আসিছেন আর্য্য, শুভ্র বস্ত্র পরি,
মস্তকে উষ্ণীষ শুভ্র, শুভ্র উত্তরীয়।
তোরণে সজ্জিত রথ, শুভ্র অশ্বতার,
বক্রগ্রীব, দাঁড়াইতে চাহে না অধীর।

ভীষ্মের প্রবেশ।

বিচিত্রবীর্য্যাদি। প্রণমি চরণে আর্য্য।

ভীষ্ম। হও নিরাপদ।
[সত্যবতীর প্রতি] জননি, প্রণমি পদে, দাও আশীর্ব্বাদ।

সত্য। জয়ী হও দেবব্রত, হও দীর্ঘজীবী।
আমি যাহা চেয়েছিনু নাই হ'ল যদি,
তুমি যাহা চাও, পুত্র, তাই যেন হয়;
প্রতিজ্ঞা অটল থাক্, অক্ষুণ্ণ গৌরব;
সুর, নর, ক্ষত্র, বিপ্র এ বিশ্ব ভুবনে
জয়ী হও সর্ব্বোপরি; মৃত্যু যেন ভয়ে

দূরে রহে তোমা হতে—করি আশীর্ব্বাদ।

ভীষ্ম। প্রণমি হে দ্বিজগণ।

ব্রাহ্মণগণ। জয়ী হও বীর।

বন্দিগণ। হউক ভীষ্মের জয়, জয় দেবব্রত।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র।

যোদ্ধৃবেশে পরশুরাম, সারথিবেশে অকৃতব্রণ।

দূরে হবননিরত ঋষিগণের মন্ত্রোচ্চারণ-ধ্বনি।

শুভ্রবেশে, স্মিতমুখে সসজ্জ ভীষ্মের রথ হইতে অবতরণ।

ভীষ্ম। প্রণমি চরণে আর্য্য, আশীর্ব্বাদে তব
শিষ্য তব পারে যেন দেখাতে তোমায়
তব দত্ত শিক্ষাফল।

পরশুরাম। [স্নেহ গদ্গদ কণ্ঠে] বৎস, জয়ী হও।
[সহসা চমকিয়া] কি কহিনু ?

ভীষ্ম। [ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক] গুরুদেব, সন্তানের দেহে
জনকের শরবৃষ্টি পুষ্পবৃষ্টি হবে।

পরশুরাম। ছাড় বৎস পণ তব, শোন কথা মোর—
প্রাণাধিক, রণে আজ কোন প্রয়োজন ?
এই ত্যজিলাম অস্ত্র। [অকৃতব্রণের হস্তে কার্ম্মুক প্রদান]
চল মোর সাথে
দেখ আসি, ঋষিগণ স্নেহের বেষ্টনে
হোথা ঘিরে আছে যারে—হোমাগ্নির মত

প্রভাময়ী, অতুল্যা যে সৌন্দর্য্যে বিস্থায়।
বীর তুমি বরনারীযোগ্য। হে সুন্দর,
বীর তুমি, রমণীর রাখ রে সম্মান।

ভীষ্ম। [দৃঢ় গম্ভীর স্বরে] লহ অস্ত্র গুরুদেব, বৃথা কাটে কাল।
থাক উভয়ের দর্প।

পরশুরাম। [সক্রোধে] তবে রে দর্পিত!

[যুদ্ধোদ্যম

অকৃত। চল আরও কিছু দূরে।

[রথ চালন

ভীষ্ম। [স্বরথে আরোহণ পূর্ব্বক] চালাও সারথি।

[উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে

পরশুরাম কণ্ঠে। এই লও—এই লও—ক্ষত্র দুর্ব্বিনীত!

[কিয়ৎক্ষণ হুঙ্কার ও তীরক্ষেপ শব্দ।

বহুকণ্ঠে। পরশুরামের জয়!

এক কণ্ঠ। ভীষ্ম সংজ্ঞাহীন।

২য় কণ্ঠ। আজ পরাজিত ভীষ্ম, কিন্তু জীবিত সে।
এক দিনে কি বুঝিবে জয় পরাজয়?

সপ্তম দৃশ্য।

মাণ্ডব্যাশ্রম। ঋষি, ঋষিপত্নী, ঋষিকন্যাও অম্বা।

ঋষিপত্নী। জয়ী যদি হন রাম জামদগ্ন্য, তবে
বরিবে কি পতিরূপে ভীষ্মে?

অম্বা। সুধায়োনা
ভবিষ্যের কথা মাগো। পরাজিত হোক

শক্র মোর শান্তনুজ, তার পর হবে
যা হবার।

ঋষিপত্নী। কি হইবে পরাজিত করি
অনর্থক ?

অম্বা। অনর্থক কেন ? নিজেরে সে
শৌর্য্যবীর্য্যে অদ্বিতীয় জানে ধরাতলে,
তাই হেন অপমান করিলা অম্বার,
হরি তারে অসমর্থ বালকের তরে।
অপমান-প্রতিদান বল অনর্থক ?

ঋষিপত্নী। বীরের উচিত কর্ম্ম করিলা গাঙ্গেয়,
ইথে তার আছিল কি দোষ ?

অম্বা। নাহি জানি।
এই যদি বীররীতি—হয়েছে সময়
নির্ম্মূল করিতে এই রীতি বিষতরু।
মা, তোমারে কাড়িয়া আনিলা ভর্ত্তা তব ?

ঋষিকন্যা। ভদ্রে তব উপযুক্ত বর এজগতে
এক মাত্র দেবব্রত।

অম্বা। [বিদ্রূপ কণ্ঠে] অন্যপূর্ব্বা আমি !

[অকৃতব্রণসহ পরশুরামের প্রবেশ।

পরশু। যেই হস্তে ক্ষত্রকুল করিনু নির্ম্মূল—
একবার নহে, কিন্তু এক বিংশ বার,
যেই হাতে অবহেলে করিয়াছি ভেদ
ক্রৌঞ্চগিরি, চূর্ণ করি দেব সেনাপতি
কার্ত্তিকের স্পর্দ্ধা—মাতঃ সেই হস্ত আজি

অসমর্থ, শান্তনুকুমারে বিনাশিতে।
নির্ম্মল চরিত হয়ে অক্ষয় কবচ
রক্ষা করে মানবেরে। সুর নর ঋভু
অনুকূল সবে ভীষ্মে।

অম্বা। প্রতিকূল সবে
অম্বার, তা জানি দেব।

পরশু। যথাশক্তি মম
যুঝিয়াছি ভীষ্ম সাথে। যাও নিজে বালা,
বলে নহে, রমণীর কাতর বচনে
দ্রবিবে ভীষ্মের হিয়া। যাই আমি পুনঃ
ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠেয় জপতপোধ্যানে।

অম্বা। যাও দেব তপস্যায়। আমি যাব সেথা,
যেথা গিয়া স্বপ্রভাবে করিব নিধন
অরাতিরে। অনুনয়ে দেহ উপদেশ
তুমি প্রভো? ভুলেছ কি হিংসানল জ্বালা,
আপনি যা অনুভব করেছ একদা?
তুমি সে অনলে করেছিলে ভস্মশেষ
ক্ষত্রকুল। মোর অগ্নি দাহের অভাবে
দহিছে আমারে। তৃষা মিটাইব তার
ভীষ্মেরে আহুতি দিয়া।

পরশু। [স্বগত] বিধাতার ভ্রমে
আবদ্ধ রমণীদেহে দৃপ্ত পুরুষের
তেজোরাশি, হবে তব মৃত্যুর নিদান।
[প্রকাশ্যে] যাই কল্যাণিনি।

অম্বা। তাত, বৃথা কষ্ট দিনু।

পরশু। কষ্ট মম, প্রিয় তব নারিনু সাধিতে।
তেজস্বিনি, জন্মান্তরে নারীদেহ ত্যজি,
কর পুরুষত্ব লাভ—করি আশীর্ব্বাদ।

অকৃত। আশীর্ব্বাদ করি আমি, ভীষ্মের বিনাশ
হয় যেন তোমা হ'তে, হোক যে জনমে।

অম্বা। প্রণমি চরণে। হোক বরে পরিণত
উভয়ের আশীর্ব্বাদ।

[অকৃতব্রণ ও ভীষ্মের প্রস্থান]

ভীষ্মে বিনাশিব!
একবার, দুইবার, বলি শতবার—
ভীষ্মে বিনাশিব—আমি ভীষ্মে বিনাশিব!

[পশ্চাৎ হইতে মাণ্ডব্যের আগমন]

মাণ্ডব্য। কে খণ্ডাতে পারে দৈব? অদৃষ্টের দোষ,
বৃথা রোষ তব ভীষ্মে।

অম্বা। কিন্তু ভগবন্,
অদৃষ্টের নাহি হস্তপদ, আপনি সে
স্বয়ম্বর সভা হতে লয় নাই কাড়ি
অম্বারে। অদৃষ্টে ধরি শাসিব কেমনে?
সে যাহারে ভৃত্যরূপে করেছে নিয়োগ,
তারে বধি, অদৃষ্টেরে দিব প্রতিশোধ।
এ বৈরিতা বিধাতার সাথে। অনুকূল
বিধি ভীষ্মে, প্রতিকূল নারী অম্বা প্রতি,
ভীষ্মে নাশি শাসিব ধাতায়।

মাণ্ডব্য। অসম্ভব।

অম্বা। অসম্ভব ভীষ্ম বধ?

মাণ্ডব্য। মৃত্যু ইচ্ছাধীন
ভীষ্মের, তাহারে বালা বধিবে কেমনে?

অম্বা। মৃত্যু তার ইচ্ছাধীন? মৃত্যুবৎ জ্বালা
নাহি কি কিছুতে? আমি প্রতি নিশিদিন
করিতেছি অনুভব যে দংশন, তার
কাছে কৃতান্তের দন্ত চুম্বন-কোমল।
এমনি দংশনে তার সুস্থির হৃদয়
হয় না পীড়িত, ক্ষিপ্ত? নিদ্রা কি তাহারে
ছাড়ে না, ছেড়েছে যথা অম্বার নয়ন?
জর্জ্জরিত দগ্ধ প্রাণ চাহে না তা হলে
বাহিরিতে, ভস্ম করি দেহ কারাগার?
ইচ্ছামৃত্যু জন সেই 'এস এস' বলি
ইচ্ছে না মৃত্যুর সমাগম?—তাই হবে।

মাণ্ডব্য। অজ্ঞ মোরা নাহি বুঝি বিধাতার লীলা।

অম্বা। লীলা বটে! হাতে করি গড়ি নারী হিয়া,
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে কাটি কাটি বসে বসে দেখা!
বিধাতা পুরুষ। ভীষ্ম—সেও নারী নহে।

মাণ্ডব্য। পুরুষ প্রধান ভীষ্ম, অটল আশ্রয়
দুর্ব্বলের, রমণীর মানের রক্ষক,—
তার হাতে ক্লেশ তব! কিসে যে কি হয়!
আশ্চর্য্য ঘটনা চক্র।

অম্বা। [নিরাশকণ্ঠে] ভীষ্ম নারী নহে!

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আশ্রমের কিছু দূরে, বনপথে মিলিত মুনিকুমারগণ।

১ম মুনিকু। কোথায় চলিছ ভাই?

২য় মুনিকু। সমিদাহরণে।

১ম মুনিকু। চল এক সাথে যাই। শুনিয়াছ তুমি
নূতন সংবাদ? আজ সাত দিন যায়
কে নাকি এসেছে নদীতীরে।

২য় মুনিকু। তপস্বী কি?

১ম মুনিকু। তাপসী।

২য় মুনিকু। কি নাম?

১ম মুনিকু। নাম শুনি নাই তার।
কঠিন তপস্যা করে। কহিছে সকলে,
পৃথিবীতে হেন নারী দেখে নাই কেহ।

৩য় মুনিকু। এমন সুন্দরী নারী?

১ম মুনিকু। তপস্যা এমন,
সৃষ্টির আরম্ভ হতে এ পর্য্যন্ত, কভু
করে নাই কোন নারী, হৈমবতী বিনা।
বালক, বনিতা, বৃদ্ধ কয় দিন ধরি
করিতেছে যাতায়াত, ধন্য ধন্য বলি
আসিছে ফিরিয়া, হেরি তারে দূর হ'তে।

৩য় মুনিকু। কিহেতু তপস্যা করে?

১ম মুনিকু। নিকটে যাইতে

করে না সাহস কেহ। তেজঃপুঞ্জ তার

চমৎকার, করে ভয়ে বিস্ময়ে আকুল।

২য় মুনিকু। চল যাই, দেখে আসি মোরা।

১ম মুনিকু। চল তবে।

জনৈক মুনিসহ মাণ্ডব্যের প্রবেশ।

মাণ্ডব্য। কোথায় চলিছ পুত্র?

১ম মুনিকু। তাপসী দর্শনে।

দেখিয়াছ তাঁরে তাত?

মাণ্ডব্য। এই ফিরিলাম

তাঁহার তপস্যা স্থান হতে।

২য় মুনিকু। পরিচয়

দিয়াছেন তিনি?

মাণ্ডব্য। জানি তাঁরে।

১ম মুনিকু। কে এ নারী।

মাণ্ডব্য। কাশীর রাজার কন্যা, অম্বা নাম যাঁর।

১ম মুনিকু। তাঁর কথা নানা মুখে শুনেছি অনেক।

এই এত কাল তবে ছিলেন কোথায়?

মাণ্ডব্য। দ্বাদশ বৎসর করি তপস্যা কঠিন,

স্নান করি সর্ব্বতীর্থে, উপস্থিত পুনঃ

এই দেশে।

মুনি। অম্বা নাম অতি পুরাতন।

বধূ বালা সকলেই জানে, কার লাগি

জামদগ্ন্য, ঋষিবৃদ্ধ, যৌবন উৎসাহে
যুঝিলা ভীষ্মের সাথে।

২য় মুনিকু। সামান্যা সে নহে,
যারে দেখি ভার্গবের কঠিন হৃদয়
করুণায় মমতায় গিয়াছিল গলি।

১ম মুনিকু। দ্বাদশ বৎসর পরে ফিরেছেন হেথা!
কত জন্ম, মৃত্যু কত, কত যাতায়াত
দ্বাদশ বৎসরে ঘটে। আমরা নূতন
শিষ্য এ আশ্রমে। যারা দেখেছে অম্বায়
ইতিপূর্ব্বে এইখানে, গৃহী তারা এবে
ভিন্ন দেশে। ভিন্নতর এদিন সেদিন।

২য় মুনিকু। দ্বাদশ বৎসর নহে বড় অল্পকাল।
তার মধ্যে একেবারে ভেঙ্গে যেতে পারে
রাজ্য এক, নবরাজ্য পারে গড়িবারে;
আলস্য শয্যায় সুপ্ত শান্তির মাথায়
হতে পারে বজ্রপাত; যুদ্ধারম্ভ হয়ে,
বহুবার পারে শেষ হতে; সন্ধি হয়ে
শত্রু মিত্র হয়।

মুনি। নব নীতির প্রচার
হয়ে যায়, মনে মুখে; আকাঙ্ক্ষা চিত্তের
চিত্তে মিলাইয়া যায়;—কালের প্রবাহ
সে তো পরিবর্ত্তনেরি স্রোতঃ বই নয়।

২য় মুনিকু। সে পরিবর্ত্তন স্রোতঃ স্পর্শে নাই শুধু
কাশীরাজ দুহিতারে?

মাণ্ডব্য।　　　স্পর্শিয়াছে দেহ,
হৃদয়ের ক্রোধ বহ্নি জ্বলিছে সমান।

মুনিকুমারগণের প্রস্থান।

ঋষিপত্নীর প্রবেশ।

ঋষিপত্নী।　কি কহিছে বালকেরা ?

মাণ্ডব্য।　　　সবাই এখন
কহিছে অম্বার কথা।　চিন্তা ধারা এবে
ত্রয়ী ত্যাগ করি, ধায় রাজনীতি পথে।
রাজা, রাজ্য, যান-সন্ধি যুদ্ধাদি বিষয়
ব্রাহ্মণ কুমারগণ করে আলোচনা
এ আশ্রমে।

ঋষিপত্নী।　　　বালিকারা বলে কি প্রথায়
রাজকন্যা নিজে বর করে মনোনীত।
সুপ্ত সরসীর বক্ষে সহসা যেমন
ভাঙ্গি পড়ি তীরতরু করে আন্দোলিত
জলরাশি, তেমতি অম্বার আগমনে
উঠিয়াছে মহাক্ষোভ এ আশ্রম পদে ;
উৎক্ষিপ্ত বহুল ভাব, প্রত্যেক হৃদয়ে ;
কতই বিতর্ক, কত আক্ষেপ বিলাপ।
কেহ শাম্বে, কেহ ভীষ্মে, কেহ কাশীরাজে
করে নিন্দা।　কেহ পক্ষে, বিপক্ষে কেহবা
অম্বার কহিছে কথা।

মাণ্ডব্য।　　　তথাপি সকলে
এক বাক্যে বাখানিছে তপশ্চর্য্যা তার।

ধন্য ধন্য রব প্রতিদিন শতমুখে
উঠিছে সঘনে। মিলি তপস্বী সকলে
গিয়াছিনু জিজ্ঞাসিতে, "কি পারি সাধিতে
প্রিয় তব?"—"কিছুই না।" কি করিব আর?

স্বপ্নাবিষ্টার ন্যায় শূন্যদৃষ্টি, ধীর পাদবিক্ষেপে অম্বার প্রবেশ।

অম্বা। বৃথা এ সংগ্রাম আত্মসহ, ভীষ্মসহ।
নারীধর্ম্ম আপনার করিলাম ক্ষয়,
ভীষ্মের নিপাত নাহি। গিরিপৃষ্ঠে আসি,
উন্নত শিখর তার ভাঙ্গিবার আশে
আপন মস্তক দিয়া হানিতেছি তারে,—
চূর্ণ হ'ল শির মম, দাঁড়ায়ে শিখর
পূর্ব্ব গর্ব্ব ভরে হের। স্রোতঃ রোধিবারে
দাঁড়াইনু নদী মুখে, দুই বাহু মেলি
আগুলিতে বারিরাশি,—আপনি ভাসিনু
খরবেগে, আপনারে নারি সামালিতে।
আপনার হিংসানলে আপনি জ্বলিয়া
হইলাম ভস্মসার। বৃথা এ বৈরিতা।
নিষ্ফল অম্বার যত আশা অভিলাষ,
নিষ্ফল নির্ম্মল প্রেম, অপ্রেম গরল
তাহাও নিষ্ফল তার—নিতান্ত নিষ্ফল!
আর কেন? আজ তবে আপনার কাছে
আপনি বিদায় হই। আপনার তরে
অন্তিম ক্রন্দন তুলি আত্মহত্যা রূপে।

[ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া।]

এই করিবারে লভিল জনম অম্বা ?
দুঃখ লজ্জাভারে এই দুর্ব্বহ জীবন
বহিলাম এত কাল মরিবার লাগি ?

[চিন্তা পূর্ব্বক

আত্মহত্যা—আত্মনাশ। পারি কি নাশিতে
আপনারে একেবারে ? ভস্মীভূত হবে
অস্থিচর্ম্মসার দেহ। অতৃপ্ত বাসনা,
লজ্জা অপমান যত, প্রতিহিংসা জ্বালা—
এ সকল হবে ভস্ম ? হবে না—হবে না।
জন্মজন্মান্তর দহিবে আমারে মোর
বহ্নি হৃদয়ের। তবে বৃথা এ মরণ।
সাধিব কঠিনতর তপস্যা আবার।

মাণ্ডব্য। [সম্মুখীন হইয়া]
ছাড় দেবি, এ সংকল্প, ছাড় কৃচ্ছ্র তপঃ।

অম্বা। ছাড়িব সংকল্প যদি, তপস্যা ছাড়িব,
বাঁচিব কেমনে ? মোরে কহ ভগবন্।
ওই হের, বটতরু শত শাখা মেলি
দাঁড়াইয়া, কহ তারে—"ভূমিতল হ'তে
তুলে লও মূলরাজি।" আমার জীবন
এ সংকল্পে প্রতিষ্ঠিত আছে এ ধরায়,
সরাইয়া নিলে তাহে, পড়িবে আছাড়ি,
উন্মূলিত, গতপ্রাণ পাদপের মত।

মাণ্ডব্য। কাটিয়াছে বহু বর্ষ। মনে করে দেখ,
পরিমিত আয়ুঃ, অতি ঘোর তপস্যায়

ক্ষয় করিতেছ তাহে—

অম্বা। কহ মোরে তাত,

বন্ধ্য কেন অম্বা-তপঃ? তব তপোবনে

বসন্তের ফুল হ'তে নিদাঘের তাপে

পরিণত হয় নাকি ফল সুমধুর?

এ বনের মন্ত্রধ্বনি উঠে না আকাশে,

পক্ষবান্ হ'য়ে, লয়ে ধরার বারতা

পৌঁছে নাকি দেব-দেশে?

মাণ্ডব্য। পৌঁছিয়াছে দেবি,

তব হৃদয়ের তাপ ছেয়ে দশদিক্,

তাপিয়া এ তপোবন, সমগ্র ভারতে

দুর্ভিক্ষ মরণকষ্ট করিয়া বিস্তার,

পশিয়াছে দেব-কর্ণে। দূর হস্তিনায়

আধি ব্যাধি গুপ্তভাবে করিতেছে ক্ষয়

কুরুকুল। দেবব্রত অতি ম্রিয়মাণ,

অতি তপ্ত, তব পঞ্চানলে নিশিদিন;

তরুণ বিচিত্রবীর্য্য এই অবসরে

প্রমত্ত ব্যসনে, রোগ করিছে সঞ্চয়

দেহে, গেহে আনিছে ডাকিয়া

কোটী অমঙ্গল; রুদ্ধ ভবিষ্য ভাণ্ডারে

জমিতেছে কদাচার, অশান্তি, বিপ্লব,

কুলক্ষয়, ভারতের বিনাশের বীজ।

অম্বা। দেবব্রত—কি বলিলে?

মাণ্ডব্য। বীর্য্য হারাইছে

দিন, দিন, মা তোমার তপস্যা প্রভাবে ;
ভীত, কৃশ, অনুতপ্ত, করিছে সতত
দ্বিজগণে ধন দান, পুণ্য তীর্থে স্নান।

অম্বা। কি বলিলে তাত? ভীত বীর দেবব্রত?
সুসংবাদ ভগবন্, অতি সুসংবাদ।
ভীষ্ম ভীত? ভেবে দেখি। নিপাতিত নহে—
আধি ক্লিষ্ট—শান্তিহীন। অম্বা সে রমণী,
দুর্ব্বলা, গৃহীতা বলভরে, প্রত্যর্পিতা ;—
শাল্ব হেন কাপুরুষ যারে ঘৃণাভরে
করেছিল প্রত্যাখ্যান ;—লজ্জা ম্রিয়মাণা,
শোকোন্মত্তা, উদ্দীপিতা প্রতিহিংসানলে—
সেই অম্বা ;—দেবব্রত জামদগ্ন্যজয়ী,
ভীষ্ম নামে সুবিখ্যাত ;—অম্বা সে ভীষ্মেরে
করিতেছে ভয়ে ভীত? নহে এ জীবন
নিতান্ত নিষ্ফল তবে। এ আনন্দ লয়ে
নিরানন্দ জীবনের হোক অবসান।

[কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া।

না—না, তপস্যার ফল ফলিতেছে যদি,
করিব কঠিনতর তপস্যা আবার।
এই হাতে ভীষ্মবীরে করিব নিপাত
একদিন ; এ তপস্যা বৃথা নাহি হবে।

মাণ্ডব্য। রমণীর কোমল হৃদয়, তাও হয়
প্রস্তর কঠিন, প্রতিজ্ঞায়।

অম্বা। সে প্রতিজ্ঞা

সহজে কি আসে মনে? যেই খর তাপে
গলে লৌহ, কর্দ্দমেরে পাষাণ সে করে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাশীরাজ ভবন। রাজা ও মন্ত্রী।

কাশীরাজ। কে দেখেছে, কোন খানে, বাছারে আমার?

মন্ত্রী। দেখিয়াছে অনেকেই সরস্বতী কূলে,
বহু সন্ধানের পর। চেনা নাহি যায়,
জীর্ণা, শীর্ণা, নিরন্তর তপস্যা নিরতা।

কাশীরাজ। বলেছেন কোন কথা? নিষ্ঠুর পিতার
সুধালেন কোন বার্ত্তা?

মন্ত্রী। দূর হ'তে দেখা,
কাছে যেতে ভীত সবে, উন্মাদিনী ভাবি।
কঠোর তপস্যা তাঁর।

কাশীরাজ। কন্যাঘাতী আমি।
বুঝিয়াছি মূর্খ ছিনু, ধৃষ্ট ও গর্ব্বিত,
গিয়াছিনু সংশোধিতে বিধির বিধান;
বল বাড়াইতে গিয়া করিনু দুর্ব্বল
কাশীরাজ্য, বিশৃঙ্খল, শৃঙ্খলা আনিতে।
পিণ্ডদ দৌহিত্র মোর সিংহাসনে বসি
শাসিবে বিস্তীর্ণ ধরা, ভ্রাতৃগণসহ
নির্ব্বিরোধে, তিন কন্যা তাই করেছিনু
বীর্য্যশুল্কা। নিঃসন্তানা করিনু সবায়।

[কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া।

এখন উপায় দেখ। দেখ, রোগে শোকে
অতীব জর্জ্জর আমি। রাণী পুণ্যময়ী
পেয়েছেন স্বর্গে শান্তি। আমি বনাশ্রমে
কুল প্রথা অনুসারে চাহি কাটাইতে
মোর শেষ কটা দিন। কিন্তু রাজ্য ভার
কারে দিয়া যাই ? জান মন্ত্রণা শাল্বের ?

মন্ত্রী। গুপ্তচর গিয়াছিল সৌভের সভায়,
শুনিয়াছে এক দিন মিত্রগণ মুখে
গোটা কত কথা।

কাশীরাজ। আছে পূর্ব্ব লোভ তার
আমার রাজ্যের লাগি ?

মন্ত্রী। অম্বা আর কাশী
দুই আকাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু রাজ্য লাগি
চাহেনা অম্বারে আর। অম্বা বিরহিত
রক্ষণীয় নহে রাজ্য। অপমান করি,
বিদায় করেছে যারে, বিনা অপরাধে,
আজ তারে শ্রদ্ধাতেও করিলে বরণ,
রাজ্য-লোভী বলি তারে ঘুষিবে জগৎ।
অম্বা প্রেম দগ্ধ, মৃত, প্রতিহিংসানলে,
শাল্বের ডুবেছে সাধ লজ্জা পারাবারে।
দূর হ'তে লুটপাট, বিপদ, বিভ্রাট
যা ঘটাতে পারে, তাই শাল্ব চিরদিন
ঘটাইছে, ঘটাইবে,—থাকুন প্রস্তুত।

কাশীরাজ। যাও মোর মার কাছে, বল গিয়া তাঁরে,

"নির্ব্বংশ জনক মরে, কুল-লক্ষ্মী তুমি
ফিরে এস,—ফিরে এস, ক্ষমা কর বাপে।
ফিরে এস, একবার মরিবার আগে
জনক দেখিতে চান মুখচন্দ্র তব।"

তৃতীয় দৃশ্য।

সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে।

নদী-নিকটবর্ত্তিনী উচ্চভূমি।

চতুরগ্নি-বেষ্টিতা অম্বা।

কিছু দূরে বৃক্ষান্তরালে কাশীরাজ-মন্ত্রী ও জনৈক মুনিবালক।

বালক। অই দেখ। চারি দিকে জ্বালায়ে আগুন,
সূর্য্যতাপ শিরে ধরি, দাঁড়ায়ে আছেন
সারাদিন, যুক্ত করে। সূর্য্য ডুবে গেলে
নামিবেন নদী জলে।

অন্য দিক হইতে পুষ্পাঞ্জলি লইয়া বালিকার প্রবেশ।

মন্ত্রী। এ কোন্ বালিকা?

বালক। কোন গৃহস্থের কন্যা। সূর্য্য অস্তগত।
এইবার আসিছেন নদী তীরে।

বালিকা। [অম্বাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া] মাতঃ,
তুমি অম্বা?

অম্বা। কেরে বাছা? কি চাস্ হেথায়?

বালিকা। তুমি অম্বা?

আমি সেই। কিন্তু তোর মত

সুকুমারী বালিকার কেহ আমি নই।
আয় কোলে একবার, অম্বা, মাতা বলি,
ডাক মোরে। [বালিকাকে বক্ষে গ্রহণ]

বালিকা। অম্বা—মাতা—

অম্বা। রমণী জনম
বৃথা গেল, মাতৃধর্ম্মে অদীক্ষিত মোর !

বালিকা। এই ফুল মা আমার দেছেন পাঠায়ে [পুষ্প প্রদান]
মোর হাতে—

অম্বা। এই ফুল করুক উজ্জ্বল
অঙ্গ তাঁর চিরদিন, দুর্লভ শোভায়।

বালিকা। এই কহি—দেবী অম্বা, কুমারী তাপসী,
গৃহস্থের পুষ্পাঞ্জলি করুণ গ্রহণ।
শুনিয়াছি অচিরাৎ যাইবেন চলি
এই বনাশ্রম ছাড়ি ; আমাদের গৃহে
রেখে যেন যান শুভ আশীর্ব্বাদ তাঁর।

অম্বা। বোলো জননীরে, অম্বা দেবতার কাছে
চিরদিন তোমাদের মাগিবে কল্যাণ।
সকল ব্রাহ্মণ আর ঋষি মাণ্ডব্যেরে
আমার প্রণাম দিবে।

বালিকা। যাই তবে দেবি।
[প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান।

মন্ত্রী। [নিকটস্থ হইয়া] রাজ পুত্রি, আয়ুষ্মতি, হও কুশলিনী।

অম্বা। প্রণমি চরণে আর্য্য। এ তপ্ত জীবন
যে দিন হইবে শেষ, হইবে কুশল।

মন্ত্রী। কল্যাণিনি, প্রতিহত হোক অমঙ্গল।
আসিয়াছি আমি বৎসে লইতে তোমায়
রাজপুরে। পিতামাতা দুঃখী তব দুঃখে,
তদুপরি অকস্মাৎ নির্দ্দয় বিধাতা
দিয়াছে অপর শোক।

অম্বা। কি হয়েছে আর?

মন্ত্রী। মৃত শান্তনুজ।

অম্বা। মিথ্যা—অসম্ভব কথা।
তারে মারিবার কেহ নাই এ ধরায়।
ইচ্ছা মৃত্যু সে যে। কিন্তু অম্বাই তাহার
মৃত্যুর কারণ হবে—শুনিয়াছি আমি
ঋষিবাক্য।

মন্ত্রী। সত্য কথা। চিত্রাঙ্গদানুজ
অকালে কালের গ্রাসে—

অম্বা। বুঝেছি এখন।
পাঠাইলা মহারাজ এই বলি—"বাছা
জামাতা বিচিত্রবীর্য্য গেলা পুত্র হীন;
অপুত্রক আমি; মোর তিন কন্যা মাঝে
কুলের ভরসা এবে এক মাত্র তুমি;
তব স্বয়ম্বরে ত্বরা করিব আহ্বান
নৃপবৃন্দ, এস গৃহে কুললক্ষ্মী রূপে।"

অম্বা। গৃহে যাব? নদী স্রোতঃ ফিরে কি পর্ব্বতে?
উঠে কভু বৃন্তচ্যুত দলিতমুকুল
পুনরায় বৃক্ষশাখে? গৃহ ভেঙ্গে গেছে

কবে—ফুল্ল যৌবনের স্বপনের সাথে,
কবে—কোন্ অতীতের অতীত জনমে।

মন্ত্রী। পিতৃ পুরুষের কথা করিয়া স্মরণ
লহ পতি, প্রজাবতী হও।

অম্বা। মন্ত্রিবর,
অম্বিকা ও অম্বালিকা হবে প্রজাবতী,
পুনরায় তাহাদের হোক স্বয়ম্বর।
অম্বা জন্মে নাই কারো পত্নীত্বের তরে।

মন্ত্রী। রাজপুত্রি—

অম্বা। যাও আর্য্য, পুত্রী কারো নহি।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নির্জ্জন নদী তীর। তপস্যা মগ্না অম্বা। চতুর্দ্দিকে অগ্নি।
জ্যোতির্ম্ময় মহাদেবের আবির্ভাব।

অম্বা। কে তুমি? কে তুমি দেব? নহ দেবব্রত?
প্রশান্ত তোমার কান্তি, স্নেহানুরঞ্জিত।
কে হে তুমি পূজনীয়?

মহা। আমি মহাদেব।

অম্বা। তুমি আসিয়াছ শিব, আরাধ্য আমার?

মহা। তপে তুষ্ট, আসিয়াছি দিতে অভীপ্সিত
বর। শুভে জানাও বাসনা।

অম্বা। ভীষ্ম বধ!
দেহ বর, আমি যেন পারি বিনাশিতে

শান্তনু কুমার ভীষ্মে,—তপে তুষ্ট যদি।
অস্থি চর্ম্মসার এই দেহ একদিন
অতি সুকুমার, অতি নয়ন রঞ্জন
ছিল মোর ;—দেখিয়াছি পরের নয়নে,
শুনিয়াছি অন্য মুখে ;—দেখ চেয়ে, দেব,
ভীষ্মের নিপাত ব্রতে করিয়াছি ক্ষয়
এই দেহ। বহু কালে হয়েছ সদয়।
অনাহারে, অনিদ্রায়, তীর্থে তীর্থে ভ্রমি,
পঞ্চ অনলের মাঝে নিদাঘে দাঁড়ায়ে,
শিশিরে শীতল জলে আকণ্ঠ ডুবিয়া,
করেছি তপস্যা তব। হয়েছ সদয়
অতঃপর। দাও বর, ভীষ্ম যেন মরে
এ হাতে।

মহা। তথাস্তু বালা।

অম্বা। কিন্তু কি প্রকারে ?

মহা। ঔষধে, মন্ত্রে বা অস্ত্রে, চাহ কি প্রকারে ?

অম্বা। মন্ত্র বা ঔষধ নহে সম্মুখ সমর,
তারা তস্করের মত আঁধারে লুকায়ে
হরে প্রাণ। আমি চাহি জানায়ে মারিতে।
দেহ-বলে গেছিল যে পরের লাগিয়া
কিনিতে নারীর প্রেম, তার ঔদ্ধত্যের
দিতে চাই ন্যায় দণ্ড।

মহা। তাই দাও, সতি।
লহ এই ধনুর্ব্বাণ, পাশুপত নামে

থ্যাত স্বর্গে। শিখেছিলে জনকের কাছে
ধনুর্বিদ্যা, ক্ষিপ্র হস্তে করিবে প্রয়োগ।

[ধনুক ও তূণীর প্রদান।

অম্বা। [আনন্দে] সার্থক জীবন, আজ তপস্যা সার্থক,—
নাহি লজ্জা দুর্বলের, ক্রোধ অক্ষমের।
কিন্তু কোথা দেবব্রত, কোথা পাব তারে ?
কেমনে মারিব তারে—ইচ্ছা মৃত্যু সে যে ?

মহা। তুমি যদি ইচ্ছা কর, আসিবে সে বীর
লইতে তোমার হাতে যোগ্য দণ্ড তার।
তুমি ইচ্ছা কর মনে।

অম্বা। বিদ্ধ এই বাণে
পড়িবে সম্মুখে মোর, শেষ হ'য়ে যাবে
ভীষ্মের ভীষণ লীলা। শেষ হয়ে যাবে।
আর কি হইবে শেষ? প্রতিহিংসা মম।
অব্যর্থ এ অস্ত্র প্রভো ?

মহা। অব্যর্থ, অমোঘ।
সুখী তুমি ?

অম্বা। সুখী আমি, পূর্ণ আপনাতে।
প্রতি রমণীর হাতে কেন নাহি দিলে
হেন অস্ত্র, সতীপতি ?

মহা। চাহে না তো সবে।
যাও তুমি, ভীষ্মে বধি ফিরে এসে হেথা,
দিবে ফিরাইয়া ধনুঃ তূণীর সহিত।
শুভস্য শীঘ্রম্, কেন বিলম্ব এখন ?

অম্বা। [ধনুর্ব্বাণ হস্তে কিছুদূরে গিয়া]
চরিতার্থ প্রতিহিংসা আর জ্বালাবে না
অস্থিসার দেহ মন। কি শান্তি এখনি!
[উপবেশন ও বিশ্রাম]
ইচ্ছা করিলেই আমি পারি মারিবারে,
ইচ্ছা তবে আসিছে না কেন? ওরে মন
কি খেলা খেলিস্ আজ?—নাও যদি মারি,
রাখি মারিবার শক্তি।—তাই ক্ষমা হবে?
লজ্জা আর নাই আজ।—তাই ভুলে যাবে
পূর্ব্ব লজ্জা? অজ্ঞানেতে নিয়তির দাস
করিয়াছে অপরাধ।—নিয়তিরে ধরি
কেমনে শাসিবে, যদি দয়া কর এরে?
ওরে মন, ব্যর্থ হবে তপস্যা আমার?
[উত্থান ও প্রত্যাবর্ত্তন]

মহা। ফিরে এলে বৎসে?

অম্বা। দেব, বৃথা অস্ত্রলাভ।
রমণী হৃদয়ে মোর রমণী-সুলভ
শান্তি-রস নিশিদিন করে সঞ্চরণ,
নীরবে, নিভৃত-তলে; উপরে আবৃত
প্রতিহিংসা বালুস্তর সম। শুষ্ককর
এই অন্তঃশীলা নদী, নহিলে পারিনা
ভীষ্মেরে করিতে নাশ। রমণীর দেহে
দেহ পুরুষের মন, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর;
হস্ত কর বজ্রসার। যদি নারীদেহে

ঘৃণা করি, পুরুষত্ব না চাহে আসিতে,
দয়া করি দাও মোরে পুরুষের দেহ ;
পুরুষ পুরুষ সাথে করিব সংগ্রাম।

মহা। নারীর কি জয় তাহে—কিবা নিয়তির ?

অম্বা। জানুক জগৎ, অম্বা বালিকার মত
করে নাই অশ্রুহার বক্ষের ভূষণ,
দুঃখ লজ্জা পেয়ে রহে নাই লুকাইয়া
যেন অপরাধী ; কিন্তু বিদ্ধা সর্পীসম
বিস্তারি বিশাল ফণা, ক্ষতি প্রতিশোধ
দিয়াছে শত্রুরে, দংশি বক্ষঃস্থলে। নাই
অন্যায়ের প্রতিকার এ জগতে প্রভু ?
নারী তার হত মান না যদি উদ্ধারে,
না যদি শিথায় লোকে প্রভাব আপন,
পুরুষের বাহুবল, মত্ত চিন্তাহীন,
অহরহ দিবে ছিঁড়ে কুসুম কোমল
হিয়া তার,—জীবন যে করিবে শ্মশান।
তাই দেব, দেহ বর, দিই ক্ষতি শোধ।

মহা। ইচ্ছা মৃত্যু দেব ব্রত, কিন্তু তোমা হতে
ঘটিবে মরণ তার, জানিও নিশ্চয়।

অম্বা। নারী আমি।

মহা। জন্মান্তরে হইবে পুরুষ।

[মহাদেবের অন্তর্ধান।

অম্বা। জন্মান্তরে ভীষ্ম বধ, এ জনমে নয় ?
তাই হোক্, এ জনমে বড় শ্রান্ত আমি।

[জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ।

পঞ্চম দৃশ্য।

জ্বলন্ত চিতা পার্শ্বে পত্নী পুত্র কন্যাসহ ঋষি মাণ্ডব্য।

ঋষি। হায় বালে, এইরূপে সমাপিলে আজ
তোমার জীবন ব্রত? অয়ি তেজস্বিনি
তোমার প্রতিজ্ঞা সূর্য্য হ'ল অস্তমিত
দীপ্ত চিতানলে!

ঋষি পত্নী। নাথ এ কি অমঙ্গল!
এ আশ্রমে আত্মহত্যা? শান্ত এ আশ্রমে
নিরাশ নারীর প্রাণ করিবে ক্রন্দন
চির দিন—হোমাগ্নির অস্ফুট আরাবে
অনিল চালিত মৃদু পাতার মর্ম্মরে,
তটিনীর কলকলে, সন্ধ্যার আঁধারে?
সুগভীর রজনীর শান্তির মাঝারে
আমাদের কুমারীরা চমকি উঠিবে,
শুনি স্বপ্নে দূরাগত হাহাকার ধ্বনি?

ঋষি কন্যা। কি মানব, কি দেবতা কেহ পারিল না
ঘুচাতে অম্বার ব্যথা, মুছাইতে লাজ?
[অশ্রুমোচন।

ঋষি পত্নী। চল মোর যাই সবে এ কানন ছাড়ি।
শান্তির আলয় ছিল, অম্বা না আসিতে,
ছিল হেথা যজ্ঞ জপ তপ অধ্যয়ন;
বহি যেত শান্ত ভাবে জীবনের স্রোতঃ
মৃদু কলনাদে; কেহ নাহি জানিতাম
জীবনের এ তরঙ্গ বেগ।

ঋষি কন্যা। উন্মাদিনী

নর্ম্মদা যেমন গিরিবক্ষঃ বিদারিয়া,
চূর্ণীকৃত অস্থি তার সাথে করি নিয়া
পথে সমাসীনা শিলা বেড়িয়া লঙ্ঘিয়া,
মজ্জন্তী নারীর অবগুণ্ঠনের মত
শিরে শুভ্র বারিজাল টানিয়া টানিয়া,
মহা কোলাহলে শেষে উপনীত হয়
গহ্বর সমীপে ;—নাহি চাহে পিছে পাশে,
অমনি ঝাঁপায়, ভাঙ্গি চূরি আপনারে,
দিবা নিশি সমস্ত জীবন ঢালি দেয়—
সে কি আপনারে ঢালা ! সে কি প্রাণ ভাঙ্গা !
মুহুর্মুহু !—গভীর সে আগ্রহের রোল
হাহাকারে ভরা !—তুলি দিব্য-রত্ন-চ্ছটা
উচ্ছ্বসিত তপ্ত দুগ্ধ সম রোষ ফেণা,
উৎক্ষেপিয়া চারিদিকে শিশির শীকর,
গুপ্ত অশ্রু,—একবার থামেনা, ভাবে না,
চলে আপনার বেগে, ব্যথিতা, ব্যথিয়া—
অম্বা সেই উন্মাদিনী তটিনীর মত
এল, বহি গেল !

ঋষি পুত্র। কিম্বা ঘূর্ণী বায়ু যথা

অগ্নিবর্ণ, মহাবেগে, চক্রাকারে ঘুরি,
উন্মথিয়া জলদেশ, উপাড়িয়া বন,
ভাঙ্গি লোকালয়, লোক করি সন্ত্রাসিত,
বহিতে বহিতে ক্রমে হারাইয়া বেগ

সহসা অদৃশ্য হয়, তেমতি সে বালা
তপোবন উত্তাপিত, বিপর্য্যস্ত করি,
দুঃখে ভরি বহু প্রাণ, অতি শ্রান্ত শেষে
পড়েছে ঘুমায়ে।

ঋষি মাণ্ডব্য। (যুক্ত করে) এস, বৈশ্বানর পদে
মাগি ভিক্ষা শান্তি তার! দেব সর্ব্বভুক্‌,
লহ তুমি তেজোময় সে হৃদয় হ'তে
অশান্তি বেদনা তার; কর ভস্মশেষ
ধরণীর ক্ষুদ্র আশা, ক্ষুদ্র অভিমান,
লজ্জা, ক্রোধ; কোলে করে দাও লোকান্তরে
নামাইয়া এক খানি তেজস্বী জীবন,
সুনির্ম্মল।

সকলে। শান্তি, শান্তি, শান্তি হোক তার।

যবনিকা পতন।